Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 02, 1433 Bangla, May 16, 2026, Saturday, No. 133, 56th year

H I G H L I G H T S

State Minister for Foreign Affairs has reaffirmed Bangladesh's strong commitment to UN peacekeeping, democracy & multilateral cooperation during a meeting with UN Assistant Secretary in New York. [R. Today: 14]

LGRD Minister said Awami League had allowed India to operate Farakka Barrage on an experimental basis, which has now become a "death trap" for Bangladesh, depriving of fair water share. [Jago News: 22]

Cultural Affairs Minister stated that culture is the basis of nation's identity & consciousness. He added without preserving & practicing culture, a nation can't sustain its historical continuity. [Jago News: 16]

Bangladesh and the United States have signed a Memorandum of Understanding to boost energy security through greater cooperation in LNG, LPG imports, and technology exchange. [DW: 08]

The participation of various Islamist and right-leaning leaders in the NCP has raised questions about the party's ideological position. Analysts opine that the party is gradually shifting towards the right. [BBC: 04]

Government's decision to bring forward the SSC exams by 3 months has created anxiety among students as delays in getting books, limited class time, and an incomplete syllabus may affect their preparation. [BBC: 06]

NCTB plans to bring about major changes in textbooks from 2027, where historical "distortions" will be corrected and real information will be presented. [R. Today: 14]

Pneumonia is still the biggest cause of child mortality in country. 451 people have died due to measles and its symptoms in the last 2 months. [Jago News: 20, 22]

All 5 members of the same family-parents and 3 children have died after suffering burns from a gas explosion in Fatulla, Narayanganj. [R. Today: 11]

Locals in West Bengal have expressed mixed reactions to the decision to allocate land for border fencing, saying it may improve security but could affect agricultural activities. [Jago News: 20]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

জ্যৈষ্ঠ ০২, বাংলা ১৪৩৩, মে ১৬, ২০২৬, শনিবার, নং- ১৩৩, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের সঙ্গে এক বৈঠকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা, গণতন্ত্র ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। [রে. টুডে: ১৪]

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালুর অনুমতি দিয়েছিল, যা বাংলাদেশের জন্য 'মরণফাঁদ' এবং বাংলাদেশের মানুষ পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। [জাগো নিউজ: ২২]

সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয় ও চেতনার ভিত্তি বলে মন্তব্য করেছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, সংস্কৃতি রক্ষা ও চর্চা না হলে জাতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা টিকে থাকে না। [জাগো নিউজ: ১৬]

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করতে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে; এলএনজি, এলপিজিসহ বিভিন্ন জ্বালানি আমদানি ও প্রযুক্তি বিনিময়ে সহযোগিতা বাড়বে। [ডয়চে ভেলে: ০৮]

বিভিন্ন ইসলামপন্থি ও ডানঘরানার নেতাদের যোগদানে এনসিপির আদর্শিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, দলটি ধীরে ধীরে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে। [বিবিসি: ০৪]

এসএসসি পরীক্ষা তিন মাস এগিয়ে আনার সরকারি সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে; বই দেরিতে পাওয়া, ক্লাস ঘাটতি ও সময় কমে যাওয়ায় তারা সিলেবাস শেষ করা নিয়ে চিন্তিত। [বিবিসি: ০৬]

২০২৭ সাল থেকে পাঠ্যবইয়ে বড় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করেছে এনসিটিবি, যেখানে ইতিহাসের "বিচ্যুতি" সংশোধন করে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরা হবে। [রে. টুডে: ১৪]

দেশে শিশুমৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ এখনো নিউমোনিয়া। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই মাসে দেশে হাম ও এর উপসর্গে ৪৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। [জাগো নিউজ: ২০, ২২]

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ একই পরিবারের বাবা-মা ও তিন সন্তানের সবাই মারা গেছেন। [রে. টুডে: ১১]

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্তে স্থানীয়রা নিরাপত্তার দিক থেকে এই উদ্যোগকে ইতিবাচক বললেও, কৃষিকাজে কিছুটা প্রভাব পড়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। [জাগো নিউজ: ২০]

বিবিসি

বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের দাম, কূটনীতিতেও কোণঠাসা ভারত

শুক্রবার ১৫ই মে ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ভারতীয় মুদ্রায় তিন টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। কেজি প্রতি দুই টাকা করে বাড়ানো হয়েছে সিএনজির দামও। বিশ্ববাজারে অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ভারত দীর্ঘদিন পর্যন্ত পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিল। তবে শেষমেষ দাম বাড়াতেই হলো। ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল ছিল। তবে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পেট্রোল ও ডিজেল উভয়ের দাম লিটার প্রতি দুই টাকা কমানো হয়েছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত গড়ে ব্যারেল প্রতি প্রায় ৬৯ ডলার দরে অপরিশোধিত তেল আমদানি করত, যা পরবর্তী মাসগুলোতে বেড়ে গড়ে ব্যারেল প্রতি ১১৩-১১৪ ডলার হয়েছিল। এই ঘটনার পরে ভারতের কূটনৈতিক নীতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক বিশেষজ্ঞ। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য ভারতীয়দের বাড়ি থেকে কাজ করতে এবং গণপরিবহন ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৯৪ টাকা ৭৭ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৭ টাকা ৭৭ পয়সা করা হয়েছে। ডিজেল এখন লিটার প্রতি ৯০ টাকা ৬৭ পয়সায় পাওয়া যাবে, যা আগে ছিল ৮৭ টাকা ৬৭ পয়সা। তেল শিল্পের সূত্রগুলো সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে যে, মুম্বাই ও চেন্নাইতে পেট্রোলের খুচরা মূল্য এখন যথাক্রমে লিটার প্রতি ১০৬ টাকা ৬৮ পয়সা এবং ১০৩ টাকা ৬৭ পয়সা দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ডিজেল মুম্বাইতে লিটার প্রতি ৯৩ টাকা ১৪ পয়সা, কলকাতায় লিটার প্রতি ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা এবং চেন্নাইতে লিটার প্রতি ৯৫ টাকা ২৫ পয়সায় পাওয়া যাবে। তবে প্রথমে দেখে নেওয়া যাক এই অবস্থা কেন তৈরি হলো।

ভারতের অর্থনীতিতে তেল আমদানির বোঝা

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভারতের কাছে বর্তমানে ৬৯ হাজার কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে, ভারত অপরিশোধিত তেল আমদানিতে ১৭ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে, এরপরেই রয়েছে ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে ১১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। তৃতীয় স্থানে রয়েছে স্বর্ণ আমদানি, যার মূল্য সাত হাজার ২০০ কোটি ডলার। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট সরকার মোকাবিলার চেষ্টা করছে বলেই জানা যাচ্ছে। ইরানের উপর মার্কিন হামলার পর এই প্রথম বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের ব্যয় কমানোর জন্য আবেদন করেছিলেন। এছাড়া, ভারত তার তেলের ঘাটতি মেটাতে অন্যান্য দেশের দিকে ঝুঁকেছে। মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আংশিকভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার পর, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা শুরু করে এবং দেশীয় শোধনাগারগুলোকে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য রান্নার গ্যাস উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেয়। উপসাগরীয় দেশগুলোতে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির পর থেকে ভারতীয় রুপি এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল মুদ্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ডলারের বিপরিতে রুপির মান কমেছে। সংঘাতের শুরুতে প্রতি ডলার কিনতে হতো ৯১ রুপিতে, এখন কিনেতে হচ্ছে ৯৫ রুপিতে।

বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় যথেষ্ট নেই

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর মাইকেল দেবব্রত পাত্র বলেছেন যে, একটি শক্তিশালী অবস্থান অর্জনের জন্য ভারতকে তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়িয়ে অন্তত এক লাখ কোটি ডলারে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে, ভারতের কাছে ৬৯ হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে। এই বছরের ১৬ই মার্চ 'বেসিস পয়েন্ট'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মি. পাত্র লেখেন, "বাজারের অস্থিতিশীলতার দিকে তাকিয়ে মনে হয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এক লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রাটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।" তার কথায়, "এর মধ্যে, এক বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য সমস্ত বৈদেশিক ঋণ মেটানোর জন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি ডলার প্রয়োজন এবং বাকি ৬৫ হাজার কোটি ডলার বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সম্ভাব্য বড় আকারের অর্থের বাইরে চলে যাওয়া রোধ করার জন্য প্রয়োজন।" মি. পাত্র লিখেছেন, "এর কারণ হলো, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগের বহির্গমন ব্যাপক হতে পারে এবং তা বেশ কয়েক বছর ধরে চলতে পারে। "ভারত ২০২২-২৩ সালের পর ইতোমধ্যেই এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, এই ধরনের সমস্যা থেকে সুরক্ষার জন্য প্রায় ৬০ হাজার কোটি থেকে ৬৫ হাজার কোটি ডলারের প্রয়োজন হতে পারে।" বিশ্বজুড়ে দেশগুলো সাধারণত তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ৬০ শতাংশেরও বেশি মার্কিন ডলারে রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার আমদানির খরচ মেটাতে বা নিজস্ব মুদ্রাকে সমর্থন করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা রাখার প্রয়োজন হয় না।

বিশ্বজুড়ে তেলের সরবরাহ কতটা উদ্বেগজনক?

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের কারণে ভারত রান্নার গ্যাসের ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান তেলের দামের সঙ্গে লড়াই করছে। ভারত গত বছরে ১৭ হাজার ৪০০ কোটি ডলার মূল্যের তেল ও গ্যাস আমদানি করেছিল। ফলে, এই সংকট দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ভারতের বৈদেশিক আমদানির মধ্যে সবথেকে বেশি খরচ হয় অপরিশোধিত তেলের জন্যই। এর পর ইলেকট্রনিক পণ্য, সোনা, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য ধাতু অমদানিতে খরচ হয়। ভারতের প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির দুই-তৃতীয়াংশ এবং অপরিশোধিত তেল আমদানির অর্ধেক আসে উপসাগরীয়

দেশগুলো থেকে। বিশ্বের বৃহত্তম তেল কোম্পানি সৌদি আরবের 'আরামকো' সতর্ক করেছে যে, যদি হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকে, তবে গ্যাসোলিন এবং জেট ফুয়েলের মজুদ "বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে পারে।" সৌদি আরামকোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমিন নাসের সোমবার বলেছেন যে, খনিজ জ্বালানির মজুত দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্যাসোলিন ও জেট ফুয়েলের মতো পরিশোধিত জ্বালানির মজুদ সবচেয়ে তীব্রভাবে কমছে। তিনি বলেন, ইরান যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ থাকার পর থেকে বিশ্ব মোট ১০০ কোটি ব্যারেল তেল সরবরাহ হারিয়েছে। এছাড়া, হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকার ফলে প্রতি সপ্তাহে অতিরিক্ত প্রায় ১০ হাজার কোটি ব্যারেল সরবরাহ কমে যাবে। গত ১০ সপ্তাহে তেলের দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা গেছে, যা এপ্রিলের শেষে ব্যারেল প্রতি ১২৬ ডলারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালেও পরে তা কমে প্রায় ১০০ ডলারে নেমে আসে।

সাহায্যের হাত বাড়াল রাশিয়া

ইরান যুদ্ধের কারণে পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবহার কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া জানিয়েছে যে, ভারতে তেল সরবরাহের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না। ১৪-১৫ই মে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে রাশিয়া পরিচালিত গণমাধ্যম আরটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এই কথা বলেন। প্রসঙ্গত, ১০ই মে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইরান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে পেট্রোল, ডিজেল ও ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমানোর এবং সোনা কেনা কমানোর আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের আমদানির একটি বড়ো অংশই হলো অপরিশোধিত তেল, এবং দুর্ভাগ্যবশত, যে অঞ্চল থেকে বিশ্বের একটি বড় অংশ তেল পায়, তা সংঘাত ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তাই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে ছোট ছোট সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।" মি. ল্যাভরভ বলেছেন, "যারা রাশিয়া-ভারত বন্ধুত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, আমার মনে হয় তাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই... কিছু শক্তি ভারত-রাশিয়া সম্পর্ককে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সফল হবে না।" রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি বলেন, "ভারতের স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো পশ্চিমা দেশই ভারতের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিল না। রাশিয়া শুধু ভারতকে অস্ত্রই সরবরাহ করেনি, বরং বিভিন্ন অস্ত্র উৎপাদনের প্রযুক্তিও ভাগ করে নিয়েছে।" দিল্লিতে ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে রাশিয়া ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

রাশিয়া-আমেরিকার দুই নৌকায় পা ভারতের?

সের্গেই ল্যাভরভ বারবার বলেছেন যে, অন্যান্য দেশকে রাশিয়ার তেল না কেনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যে চাপ দেওয়া হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অন্যায্য। তিনি চান আরও বেশি দেশ তার দেশের কাছ থেকে তেল কিনুক। কিন্তু প্রাক্তন বাণিজ্য কর্মকর্তা এবং গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর প্রধান অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, "ভারত তার ৯০ শতাংশ তেল আমদানি করে। এর মধ্যে, উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে আসা তেলের ৫০ শতাংশ হরমুজ প্রণালীর কারণে আটকে আছে।" "গত বছর আমরা রাশিয়া থেকে যে তেল কিনেছিলাম তার ৩০ শতাংশ মার্কিন চাপের কারণে আটকে আছে। এটি একটি জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি," মন্তব্য মি. শ্রীবাস্তবের। তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র তার তেল বিক্রি করার চেষ্টা করছে। গত বছর আমরাও তাদের থেকে আগের তুলনায় দ্বিগুণ তেল কিনেছি। তবুও, এর পরিমাণ ১০ হাজার কোটি ডলারেও পৌঁছায়নি।" অজয় শ্রীবাস্তব প্রশ্ন করেন, "ইউরোপ রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা বন্ধ করে দিয়েছে, এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনার কথা চলছে। ব্রিটেনও তাই করছে। কিন্তু আমেরিকার কাছে সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট তেল নেই। তাদের শোধনাগারগুলো তৈরি হচ্ছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ হতে ১০ বছর সময় লাগবে... ততদিন পর্যন্ত?" "ফলে, ভেনেজুয়েলা ও ইরানে আক্রমণের মতো ঘটনাগুলোর পেছনের উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার তেল সম্পদ বৃদ্ধি করা," মনে করেন মি. শ্রীবাস্তব। "আমরা যেসব দেশ থেকে তেল কিনি, সেগুলো রাশিয়ার মতো এত বেশি তেল সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট বড় নয়। পশ্চিম এশিয়া ও রাশিয়া আমাদের 'লাইফলাইন' এবং উভয়র সঙ্গে সম্পর্ক বর্তমানে থমকে আছে। তাই, আমাদের অবিলম্বে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা উচিত এবং আমেরিকার কথা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়।" কিন্তু এই বিষয়ে প্রবীণ সাংবাদিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষক স্মিতা শর্মার ভিন্ন মত রয়েছে। তিনি বলেন, "আমার মনে হয় না ভারত এমনটা করবে।" "আজ আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সমস্যা হলো, আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারছি না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদন খাতকে পঙ্গু করে দিয়েছে... এখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপের মধ্যে রয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতের ওপর আস্থা নেই, এবং এমন পরিস্থিতিতে ভারত কারও শত্রু হওয়ার মতো অবস্থায় নেই। তাই, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করলেও আমরা তা ঘোষণা করব না।" ভারতের কূটনৈতিক নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, "ব্রিকস-এ ভারত একঘরে হয়ে পড়েছে, কারণ রাশিয়া-চীন-ইরান একজোট হয়ে আছে এবং ভারত যদিও নীতিতে কিছু পরিবর্তন করছে, তা সত্ত্বেও ভারত দেখিয়ে দিচ্ছে যে সে ইসরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গেই আছে। ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে, কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে একটা তিক্ততা রয়েছে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৫.২০২৬ নারগীস)

এনসিপি কি ডানপন্থি রাজনৈতিক দল হয়ে উঠছে?

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দল থেকে অনেককেই যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান থেকে গড়ে ওঠা দল জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপিতে। কেউ এসেছেন বিএনপি থেকে, কেউ জাতীয় পার্টি, আবার জামায়াত ঘরানার সংগঠন থেকেও কেউ কেউ ঘটা করে যোগ দিয়েছেন এনসিপিতে। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা তো বটেই, ঢাকার বাইরেও রীতিমতো আয়োজন করে এসব 'যোগদান অনুষ্ঠান' করেছে এনসিপি। এরমাধ্যমে দলকে 'বড় করে তোলার' একটা চেষ্টা আছে এনসিপির মধ্যে। যদিও ভিন্ন ভিন্ন দল থেকে লোক যুক্ত করলে সেটা আদর্শিকভাবে দলটিকে টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কাও আছে। এরমধ্যেই এগার দলীয় জোটে থাকা এবং সাবেক শিবির নেতাদের অনেকের এনসিপিতে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছে, এনসিপি কি আদর্শিকভাবে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে কি-না। কেউ কেউ এনসিপিকে এমনকি 'জামায়াতের বি-টিম' হিসেবেও অভিযোগ করছেন।

ডানপন্থি রাজনীতিতে ঝুঁকছে এনসিপি?

এনসিপি যখন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হয়, তখন দলটির নেতারা বলেছিলেন এনসিপি হবে একটি 'গণতান্ত্রিক এবং মধ্যপন্থি' রাজনৈতিক দল। "আমরা একটা মধ্যমপন্থি রাজনীতির কথা বলছি। এটাই আমাদের আদর্শ হবে। আমরা বাম-ডান এমন যে বিভাজন আছে, সেগুলোতে ঢুকতে চাই না। আমরা বাংলাদেশ প্রশ্নে এক থাকতে চাই। ইসলাম ফোবিয়ার রাজনীতি অথবা উগ্র ইসলামপন্থি বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মধ্যেও আমরা নেই।" দল গঠনের কয়েকদিন আগে তখনকার নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বিবিসি বাংলাকে এভাবেই বলেছিলেন। একইসঙ্গে এনসিপির একটি বড় দল হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথাও বলেছিলেন তিনি। "আমরা জনগণের কাছে গিয়ে যে ধারণা পেয়েছি এবং বিভিন্ন জরিপেও দেখবেন একটা নতুন দলের আকাঙ্ক্ষা আছে জনগণের মধ্যে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দীর্ঘসময় ধরে ক্ষমতায় ছিল। তাদেরকে মানুষ দেখেছে। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে জনগণের একটা বিশাল অংশ আছে, যারা নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব দেখতে চায়। সে জায়গা থেকে আমরা মনে করি আমাদের দল গঠিত হলে সেটা জনসমর্থন পাবে। ধীরে ধীরে আমরা একটা বড় দল হতে পারবো," বলেন মি. হোসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এনসিপি গঠন হওয়ার একবছরেরও বেশি সময় পরে এখন অনেকেই বলছেন, এনসিপি বড় দল হয়ে ওঠার পরিবর্তে বরং "জামায়াতের ছায়ায় ঢাকা পড়ছে।" একইসঙ্গে ডানপন্থি রাজনীতির দিকে এনসিপি ঝুঁকে পড়েছে, এমন কথাও বলছেন রাজনীতি বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। "শুরুর সেই ধারণাটা এখন আর নেই। জামায়াতের সঙ্গে জোট করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারণে এনসিপিকে মধ্যপন্থি দল বলার সুযোগ দেখছি না। এমনকি একটা দলের যে মেনিফেস্টো থাকে, তারা এতোদিনেও সেটা দিতে পারেনি। ফলে তাদের আদর্শ নিয়ে একটা দোলাচল আছেই।" বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনীতি বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন। দলটির ভেতরে আদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং অবিশ্বাস থেকে একপর্যায়ে বাম ঘরানার অনেকেই দল ছেড়ে যান। নির্বাচনের আগমুহূর্তে জামায়াতসহ ইসলামপন্থি দলগুলোর সঙ্গে জোট ইস্যুতে আরেক দফায় দলত্যাগ করেন নারী নেতাদের কেউ। অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান দলীয় কার্যক্রম থেকে। সে সময় এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মীর আরশাদুল হক দল থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, তার এনসিপি ছাড়ার পেছনে অন্য অনেক কারণের মধ্যে জামায়াত ইস্যু ছিলো উল্লেখযোগ্য। "এখানে কিন্তু টপ লেয়ারের নেতাদেরও একটা অংশ সাবেক শিবির বা শিবির থেকে বের হয়ে গেছে বা কোনো একটা কারণে এখন আর জামায়াত করবে না -এরকম নেতাদের দেখবেন। তো তাদের সংখ্যা যখন সবখানে থাকে তখন দলটি তো ইতোমধ্যেই ডানপন্থায় চলে গেছে।" বলেন, মীর আরশাদুল হক।

'জামায়াতের বি-টিম' হওয়ার সুযোগ নেই বলছে এনসিপি

এনসিপির সঙ্গে জামায়াতঘেঁষা অভিযোগ অবশ্য শুরু থেকেই। তারও আগে বলা হচ্ছিলো, দলটি মূলত ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এনসিপি গঠিত হয় ২০২৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি। পরবর্তী নির্বাচনের আগে দল গোছানোর জন্য এনসিপি যে সময় পায়, বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটা ছিলো বেশ কঠিন। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। এনসিপি অল্প কয়েকমাসে চৌষট্টি জেলায় সংগঠনকে বিস্তৃত করা এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে পারেনি। অনেকেই মনে করেছিলেন, এনসিপির নেতারা অভ্যুত্থানের মুখ হওয়ায় সেই ইমেজ ব্যবহার করে তৃণমূলে দ্রুত পৌছাতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। এরমধ্যেই ২০২৫ সালের অগাস্ট মাসে গোপালগঞ্জ সফরে গিয়ে 'হামলার মুখে পড়েন' এনসিপির শীর্ষ নেতারা। শেষ পর্যন্ত সেনাপ্রহরায় গোপালগঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে হয় এনসিপি নেতাদের। সেসময় বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার খোরাক জোগায়। তবে এতোসবের মধ্যেও এনসিপি নেতারা এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা বলছিলেন। নির্বাচনের আগমুহূর্তে দেখা যায়, এনসিপি জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটে যুক্ত হচ্ছে। নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে এনসিপি ছয়টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনী জোট হলেও নির্বাচনের পরে এসে সেই জোট এখন অনেকটাই রাজনৈতিক জোটে রূপ নেয়ার অপেক্ষায়। জোটের পক্ষ থেকে যৌথকর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে অভিযোগ জোরালো হয়েছে যে, এনসিপি ডানপন্থার রাজনীতির দিকে স্থায়ীভাবে ঝুঁকে পড়ছে কিনা।

তবে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম অবশ্য বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এনসিপির ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার সুযোগ নেই। "আমরা দেখেছি, বিএনপিও কিন্তু জামায়াতের সঙ্গে প্রায় ২৯ বছর ধরে জোটে

ছিলো। এখানে কিন্তু বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়নি। কিংবা জামায়াতও বিএনপির সঙ্গে বিলীন হয়নি। বরং জামায়াত ধীরে ধীরে একটা বড় রাজনৈতিক দল হয়ে উঠেছে। এনসিপি কখনও জামায়াতের বি-টিম হওয়ার সুযোগ কম। কারণ মূল পার্থক্যটা আদর্শগত জায়গায়।" তিনি বলেন, "জামায়াত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করে, ডানপন্থার রাজনীতি করে। আমরা এখানে মধ্যপন্থার রাজনীতি করি। বরং জামায়াতের সঙ্গে কিংবা ডানপন্থার সঙ্গে আমাদের রাজনীতির পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়েছে।" সারজিস আলম বলেন, সংসদে যখন জামুকা বিল পাস হয় তখন এনসিপি স্পষ্টভাবেই সেখানে সমর্থন দিয়েছে। জামায়াত কী ভাববে সেটা বিবেচনা করেনি।

ডানপন্থি জোটে গিয়ে কী অর্জন হলো এনসিপির?

এনসিপি এখন বিভিন্ন দল থেকে বিভিন্ন মতাদর্শের লোককে যুক্ত করছে। এমনকি শর্তসাপেক্ষে ছাত্রলীগের লোকদেরও দলে ঢোকার সুযোগ আছে বলে জানাচ্ছেন দলটির নেতাদের কেউ কেউ। সব পন্থাকে একই প্ল্যাটফর্মে জায়গা দিতে গিয়ে দলটি আবারও জোরে শোরে মধ্যপন্থার কথা বলছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে জোটে থেকে মধ্যপন্থী হওয়া কীভাবে সম্ভব? তারচেয়ে বড় কথা এই জোটে গিয়ে এনসিপি কী অর্জন করলো? এমন প্রশ্নে দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, জোটগত নির্বাচনের কারণে সংসদে দলটির ছয় জন এমপি হয়েছেন। এটা দলটিকে রাজনীতির মাঠে এগিয়ে দেবে। তিনি বলেন, "আমরা যদি এককভাবে নির্বাচন করতাম, আমাদের আসন পাওয়ার সম্ভাবনা শূণ্যও হতে পারতো। মানে আমরা এক/দুইটা আসন পাবো- এমন আত্মবিশ্বাস দল গঠনের মাত্র একবছর বা ছয় মাসের মধ্যে তৈরি করা খুবই টাফ। আর এনসিপি গঠনের আমাদের বড় নেতারা কেন্দ্রীয় কমিটিগুলো ঠিক করতে করতেই নির্বাচন এসে গেছে। তারা তো তখনও এলাকায় ঠিকভাবে সময় দিতে পারেনি। ফলে পরিস্থিতি কঠিন ছিলো। সে জায়গায় ছয়টা আসন পাওয়া দলের জন্য প্লাস পয়েন্ট।" কিন্তু সংসদে প্রতিনিধিত্ব থাকলে সেটা দলকে কীভাবে এগিয়ে দেবে, এমন প্রশ্নে তার উত্তর হচ্ছে, "সংসদে যদি প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহলে সংগঠন বড় করা, সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করা এটা একটু কঠিন। এটা বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক একটা বাস্তবতা। এখন দেখেন সংসদে আমাদের প্রতিনিধিরা প্রশংসিত হয়েছেন। আপনি যদি শীর্ষ আলোচিত পাঁচজন সংসদ সদস্যের লিস্ট করেন, সেখানে এনসিপিরই পাবেন অন্তত তিন জন। জনগনের উপর এগুলোর তো প্রভাব আছে।" দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের স্বার্থেই এনসিপি ডান বলয়ের জোটে যুক্ত হয়ে সংসদে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে।

রাজনীতি বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন আবার সেই কৌশলেই গলদ দেখছেন। "যখন একটা দল নিজেকে গোছানোর আগে, রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করার আগেই একটা ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে যায়, তখন দল হিসেবে বেশি জায়গা তারা পাবে না। কারণ এখন পর্যন্ত দেখেন মানুষ এটা ধরেই নিয়েছে যে, এনসিপির যারা এমপি হয়েছেন তারা জামায়াতের সমর্থনেই হয়েছেন। অর্থাৎ জামায়াত ছাড়া তাদের ভোট খুব একটা নেই " বলেন জোবাইদা নাসরীন। তার মতে, এখন যদি জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির সম্পর্ক দীর্ঘ হতে থাকে, তাহলে সেটা এনসিপিকে আরো দুর্বল করবে এবং 'আলাদা একটি রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠার যে সম্ভাবনা সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

'সিলেবাস শেষ করবো কীভাবে'- এসএসসির সময় এগিয়ে আনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বই পেতেই মার্চ মাস, হঠাৎ কারিকুলামে পরিবর্তন, ছুটিসহ নানা কারণে শ্রেণি পাঠদানেও ব্যাপক ঘাটতি- এর মধ্যেই পরীক্ষার সূচি তিন মাস এগিয়ে আনার সরকারি সিদ্ধান্ত এসেছে। আগামী বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণার পর থেকেই এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা সমানে আসছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। শিক্ষক এবং অবিভাবকদের কেউ কেউ বলছেন, শ্রেণি পাঠদান এবং লেখাপড়ার সুযোগ না দিয়ে কেবল একতরফাভাবে পরীক্ষার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। মার্চ-এপ্রিল সম্ভাব্য সময় ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রাজশাহীর ধোপাঘাটা আলহাজ কলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আনভিয়া সুলাতানা। কিন্তু হঠাৎ তিন মাস এগিয়ে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করায় আতঙ্কিত এই শিক্ষার্থী "এতদিন ভেবেছি পরীক্ষা মার্চের শেষে অথবা এপ্রিলে হতে পারে। কিন্তু এখন জানুয়ারির শুরুতেই, এটা কিছু হলো। কীভাবে সিলেবাস শেষ করবো-চিন্তা হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইশরাত জাহান উষা বলছেন, "বই পেয়েছি মার্চ মাসে, ক্লাসও ঠিক মতো পাইনি- কোচিং করে, বাসায় পড়ে কোর্স এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।" দেশের শিক্ষাঙ্গণে সেশনজট কমাতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা। কিন্তু এক্ষেত্রে একবারে তিন মাসের বাড়তি চাপ না দিয়ে ধাপে ধাপে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা উচিত হবে বলেই মত তাদের। এছাড়া প্রথম বছরে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব যে-সব শিক্ষার্থীর ওপর পড়বে, তারা কতটা শ্রেণি শিক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে? ছুটি ছিল কয়দিন? বই পেয়েছে কখন? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আরও ভাবা দরকার ছিল বলে মনে করেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "অভিভাবকদের অনেকে আমাকে বলেছেন যে, জানুয়ারিতে বোর্ড পরীক্ষা হওয়ায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তড়িঘড়ি করে জুন মাসেই প্রি-টেস্ট পরীক্ষা নিতে চায়। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটু বেশি কঠিন হয়ে গেলো না?"

কতটা সময় পাচ্ছে এই শিক্ষার্থীরা?

বাংলাদেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক বা এসএসসি পরীক্ষা এবং এপ্রিল মাসে উচ্চ মাধ্যমিক বা এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু করোনা মহামারি পরবর্তী সময়ে শিক্ষা সূচি ওলটপালট হওয়ার পর থেকেই এই ধারায় পরিবর্তন হয়েছে। ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শুরু হলেও ২০২৫-এ আবারও দেরিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে, ২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা জানুয়ারির শুরুতে আয়োজন করার সরকারি সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের বেশ বিপাকে ফেলবে বলেই মনে করছেন শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। যার কারণ হিসেবে আগামী বছরের শিক্ষার্থীদের বই হাতে পাওয়া এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সময়সূচির বিষয়টি সামনে আনছেন শিক্ষকদের অনেকে। তারা বলছেন, শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে কতটা সময় পাচ্ছে, এই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়নি সরকার। ঢাকার একটি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক রেজাউল ইসলাম বলছেন, এই শিক্ষার্থীদের সব বই পেতে মার্চ মাস হয়েছিল, তারপরই শুরু হয় রোজার ছুটি, এখন এসএসসি পরীক্ষা চলছে, ক্লাস হচ্ছে না, এরপরই আবার ঈদের ছুটি শুরু হবে। অর্থাৎ বছরের ছয় মাস সেভাবে ক্লাসই হয়নি, ঈদুল আজহার ছুটির পর ক্লাস খোলার দশ থেকে পনেরো দিন পরই অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষায় বসবে শিক্ষার্থীরা। "শিক্ষকরা যে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এসএসসি পরীক্ষার আগে বিশেষ কেয়ার নেবে, সেটাও কিন্তু সম্ভব হবে না। এই ঘাটতি আপনি কীভাবে পূরণ করবেন?" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলেই মনে করছেন সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ জুয়েল রানা। তিনি বলছেন, এর ফলে শিক্ষার্থীদের কোচিং নির্ভরতা বাড়বে। "এই শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিকের শুরুতে করোনা পেয়েছে, এরপর দেশের রাজনৈতিক ডামাডোল, একাধিকবার কারিকুলাম বদলেছে- এবার হঠাৎ করেই দশম শ্রেণিতে এসে বোর্ড পরীক্ষা তিন মাস এগিয়ে আনা হলো- এটা ভালো কিছু বয়ে আনবে না," বলেন মি. রানা। শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের বিষয়টি সামনে আনছেন আরেক শিক্ষক মলয় কান্তি হালদার। তিনি বলছেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক, কিন্তু যেনতেনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলেই শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষায় পাশ করছে, শিখছে না। তিন মাস এগিয়ে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় উদ্‌বিগ্ন অভিভাবকরাও। তাদের কেউ কেউ বলছেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার বিষয়টি বিবেচনায় না রেখেই পরীক্ষার বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। "সেশন জট কমাতে হবে এটি ঠিক, কিন্তু একটি ব্যাচের থেকে একাধারে তিন মাস কেড়ে নেওয়া, এটি আমি যুক্তিসংগত মনে করি না," বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকার নারিন্দা এলাকার বাসিন্দা হারুন অর রশিদ।

যে যুক্তি দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী

সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে বৃহস্পতিবার ২০২৭ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি জানান, ২০২৭ সালের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা সাতই জানুয়ারি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা ছয়-ই জুন অনুষ্ঠিত হবে। এসব পরীক্ষার একটি প্রস্তাবিত রুটিনও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২০২৬ সালের তুলনায় তিন মাসেরও বেশি সময় আগেই আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষায় বসতে হবে শিক্ষার্থীদের। এক্ষেত্রে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেশন জট নিরসন এবং পাঠ্যসূচি সময়মতো শেষ করে শিক্ষার্থীদের জনমিতিক সুবিধা দেওয়ার জন্যই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো : এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষাই প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে আয়োজন করা। "আমাদের লক্ষ্য হলো ক্রমান্বয়ে গ্যাপ কমিয়ে আনা। ডিসেম্বরকে আমরা পরীক্ষার জন্য আদর্শ মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছি এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।" বলেন তিনি। মি. মিলন বলছেন, বর্তমানে সেশনজটের কারণে উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে অনেক শিক্ষার্থীর ২০ বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে, যা জাতীয়ভাবে জনমিতির বড়ো ক্ষতি। প্রাথমিকভাবে আগামী বছর থেকেই পরীক্ষা ডিসেম্বরে নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও, শিক্ষার্থী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসের কথা মাথায় রেখে জানুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিকুলাম পরিবর্তন কিংবা পাঠ্যবই সংশোধনের নামে প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের ওপর নতুন নতুন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে। আর এ কারণেই দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা নির্ভর সমন্বিত ও পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে আসছেন শিক্ষাবিদ এবং গবেষকরা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এগিয়ে আনার বিষয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে পরিকল্পনা ও গবেষণা নির্ভর তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বলেই মনে করেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। এই সিদ্ধান্তের ফলে যারা ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে, তাদের সঙ্গে তেমন আলোচনা হয়নি বলেই মনে করেন তিনি। "যদিও ওনারা বলেছেন যে, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কিন্তু অনলাইনে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে কি তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব?" এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছুটা সময় নেওয়া উচিত ছিল বলেই মনে করেন এই শিক্ষাবিদ। "শিক্ষার্থীদের সেশন জটের কারণে ক্ষতি হয় এটা ঠিক, কিন্তু আমার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর এই সিদ্ধান্তের ওপর এর প্রভাব কেমন সেটা কি আমি দেখেছি," বলেন তিনি। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে এক ধরনের শঙ্কা তৈরি হবে বলেও মনে করেন মিজ চৌধুরী। "পরীক্ষা নিয়ে যখন

শঙ্কা তৈরি হয় তখনই অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিংয়ের দিকে ধাবিত হন। আমার জানা মতে অনেক অভিভাবক ইতোমধ্যেই কোচিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।" বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। পরীক্ষা এগিয়ে আনার বিষয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিনুর রশীদ। তিনি মনে করেন, লেখাপড়ার চাপ তৈরি হলে শিক্ষার্থীরা এই সময়ের মধ্যেই বোর্ড পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন। "পরীক্ষার সময় পেছাতে পেছাতে আমরা আসলে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে অনেক সময় নষ্ট করছি। অনেক শিক্ষার্থী মোবাইলের পেছনেও অধিক সময় ব্যয় করছেন।" বলেন মি. রশীদ। তবে শিক্ষা খাতে পরিবর্তন আনতে সমস্যার মূলে হাত দিতে বলছেন এই গবেষক। শিক্ষা খাতকে জবাবদিহির মধ্যে আনার কথা বলছেন তিনি। মি. রশীদ বলছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে হবে, আবার শিক্ষার্থীদের শিখতেও হবে- এই দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। "স্কুলগুলো কী আসলেই পড়ায়? সরকারকে শিক্ষার্থীদের লার্নিং এনশিওর করতে হবে। শিক্ষকদের ওপরও চাপ তৈরি করতে হবে, তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে- যাতে শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাবে-গুরুত্ব দেয়," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র-চীন শীর্ষ বৈঠক নিয়ে তাকাইচি-ট্রাম্প সংলাপ আয়োজন করতে চায় জাপান

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়ের টেলিফোন সংলাপের পদক্ষেপ নিচ্ছে এখন জাপান সরকার। শুক্রবার ট্রাম্পের বেইজিং ছাড়ার পর এই আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী সরকার।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার চীনের রাজধানীতে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের চীন ছাড়ার আগে শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজে দুই নেতা মতবিনিময় করেন।জাপান সরকারের একটি সূত্র জানাচ্ছে, তাইওয়ানের মতো আঞ্চলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি বিরল মৃত্তিকা উপাদানের উপর চীনের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মার্কিন ও চীনা পক্ষ কী আলোচনা করেছে, তা জানার জন্য উদগ্রীব টোকিও। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে দুই মাসে প্রাণ গেল ৪৫১ জন শিশুর

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় (বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা) বাংলাদেশে আরো ১২ জন শিশু মারা গেছে। এর মধ্যে চার জনের হাম শনাক্ত হয়েছিল। হামের উপসর্গ ছিল বাকি ৮ জনের। এ সময়ে সারা দেশে আরো এক হাজার ১৯২ জন শিশুর শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দেওয়ার তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। হাম শনাক্ত হয়েছে ১১১ জন শিশুর শরীরে। আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়ে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে দেশে ৩৭৭ জন শিশুর মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৭৪ জন শিশু। মোট ৪৫১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৫৫ হাজার ৬১১ শিশুর। এ সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪০ হাজার ১৭৬ শিশু। তবে এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছে ৩৬ হাজার ৫৫ শিশু। গত ১৫ মার্চ থেকে দেশে ৭ হাজার ৪১৬ শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রনি)

জ্বালানি খাতে সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের এমওইউ সই

দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে জ্বালানি খাতে কৌশলগত সহযোগিতার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসির জ্বালানি বিভাগে (ডিওই) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এবং মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এই সমঝোতা স্মারক সই করেন বলে আজ শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, এই সমঝোতা স্মারকটি সাশ্রয়ী মূল্য এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে জ্বালানি উৎসের বিকল্পগুলো বৈচিত্র্যময় করার মাধ্যমে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে এবং বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর জ্বালানি সহযোগিতার নতুন পথ উন্মোচন করবে। এটি উভয় দেশের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময় এবং তেল, গ্যাস, ভূ-তাপীয় ও জৈব জ্বালানি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে মার্কিন এলএনজি, এলপিজি এবং অন্যান্য জ্বালানি পণ্য আমদানিতে সহায়তা করবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রনি)

পাকিস্তানে সীমান্ত চৌকিতে হামলা, ৮ জন সেনাসদস্য নিহত

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি নিরাপত্তা চৌকিতে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি ঢুকে পড়ে। ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশের পর শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। দুজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, এ ঘটনায় অন্তত আটজন সেনা নিহত এবং ৩৫ জন আহত হয়েছেন। আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন বাজাউর জেলার পাহাড়ি এলাকার নিরাপত্তা চৌকিটিতে গতকাল

বৃহস্পতিবার রাতে চালানো হয় এই হামলা। হামলায় মূল ভবনের বড় অংশই ধসে ইট-পাথরের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আগুনে পুড়ে যায় ভবনের বাকি অংশ। গত কিছুদিনে পাকিস্তানে এটি চতুর্থ জঙ্গি হামলা। আগের তিনটি হামলায় অন্তত ৩০ জন নিহত হয়। পাকিস্তান মনে করে আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়া জঙ্গি সংগঠনগুলো এসব হামলা চালাচ্ছে। তালেবান সরকার অবশ্য এ অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। বৃহস্পতিবার রাতের হামলা সম্পর্কে এক কর্মকর্তা বলেন, ''জঙ্গিরা প্রথমে ক্যাম্প লক্ষ্য করে একটি কোয়াডকপ্টার (ড্রোন) পাঠায়। তারপর বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি ভবনে সজোরে আঘাত করলে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে।'' তিনি আরো বলেন, ''সশস্ত্র জঙ্গিরা তারপর নিরাপত্তা ক্যাম্পে প্রবেশ করে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে।'' নিরাপত্তা বাহিনী এক পর্যায়ে হামলায় জড়িত সব জঙ্গিকে হত্যা করে বলেও ওই দুই কর্মকর্তা দাবি করেন। তবে এ হামলা সম্পর্কে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রনি)

টেকনাফের আশ্রয়শিবিরে গুলিতে আরেক রোহিঙ্গা নিহত

কক্সবাজারের টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে সশস্ত্রগোষ্ঠীর গুলিতে হাসান আহমদ নামের এক রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। তিনি জাকির বাহিনীর সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে নয়াপাড়া ক্যাম্পের এইচ ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার ১৬ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)-এর অধিনায়ক মোহাম্মদ কাউছার সিকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। নিহত হাসান আহমদ ওই ক্যাম্পের এইচ ব্লকের ৬৩৪ নম্বর শেডের বাসিন্দা সুলতান আহমদের ছেলে। ঘটনার পর পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, নিহত হাসানের বিরুদ্ধে তিনটি অস্ত্র মামলা, দুটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলা ও দুটি অপহরণ মামলা রয়েছে। এক প্রতিবেদনে পুলিশ ও স্থানীয় রোহিঙ্গাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানায়, আশ্রয়শিবিরে আধিপত্য বিস্তার, মসজিদ কমিটি নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বশত্রুতার জেরে রোহিঙ্গা সশস্ত্রগোষ্ঠী সাদ্দাম বাহিনীর সদস্যরা এ হামলা চালান। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথ্যমতে, উখিয়া ও টেকনাফের ৩৩টি আশ্রয়শিবিরে বর্তমানে ১৪ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছেন। সেখানে অন্তত ৯টি সশস্ত্রগোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। এর আগে গত ১২ মে উখিয়ার বালুখালী ক্যাম্প-৮ ইস্টে আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ) বা নবী হোসেন বাহিনী ও আরাকান রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশনের (এআরও) মধ্যে গোলাগুলিতে হাসমত উল্লাহ নামের এক রোহিঙ্গা গুলিবিদ্ধ হন। গত ৫ ও ৬ মে উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে দুই সশস্ত্রগোষ্ঠীর সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি হামলায় আরো দুজন রোহিঙ্গা নেতা নিহত হন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রনি)

রেডিও তেহরান

হরমুজ প্রণালি সংকটের কারণ ইরান নয়; অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করুন : ল্যাভরভ

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ নয়াদিল্লিতে বলেছেন, হরমুজ প্রণালী সংকটের জন্য ইরান দায়ী নয়। তাসনিম নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে হবে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, হরমুজ প্রণালী সংকটের জন্য ইরান মোটেই দায়ী নয়। সের্গেই ল্যাভরভ আরো বলেন, এই মুহূর্তে ইরানের বিষয়ে প্রধান কাজ হলো অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করা এবং একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানো। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে আরও বলেন, নৌপরিবহণের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এর মূল কারণ হলো ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিনা উস্কানিতে আগ্রাসন। ল্যাভরভের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল ইরান ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা। ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে আসা নয়াদিল্লি সফরকালে সের্গেই ল্যাভরভ বলেন, ইরান ও তার আরব বন্ধুদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৫.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

একতরফা নিষেধাজ্ঞা এবং দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বিশ্বের জন্য গভীর সংকটের লক্ষণ

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আজ নিষেধাজ্ঞাগুলো কূটনৈতিক হাতিয়ার থেকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ এবং উন্নয়নশীল ও স্বাধীন দেশগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডের জানিয়েছে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি গত বৃহস্পতিবার, ১৫ই মে, ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বিতীয় বৈঠকে বলেছেন, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এখন নিরাপত্তা পরিষদ অদক্ষতা ও ভারসাম্যহীনতার একটি স্পষ্ট প্রতীক এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের চাপিয়ে দেওয়া ও আগ্রাসী যুদ্ধের মুখে এর নীরবতা এই পরিষদের অদক্ষতার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, আজ নিষেধাজ্ঞাগুলো কূটনৈতিক হাতিয়ার থেকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ এবং উন্নয়নশীল ও স্বাধীন দেশগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। আইনের যান্ত্রিক ব্যবহার, একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং দেশগুলোর অধিকার ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অবজ্ঞা বিশ্ব শাসনে এক গভীর সংকটের লক্ষণ এবং নিছক শক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল শান্তির নিশ্চয়তা দেয় না, বরং এটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উত্তেজনার মূল কারণও বটে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বলপ্রয়োগ না করার নীতি, যা জাতিসংঘের সনদের একটি

উজ্জ্বল ও কেন্দ্রীয় নীতি এবং বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পথে এক মানবিক অর্জন, তা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই দেশটির অবৈধ ও একতরফা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে, যা পূর্বে ন্যায়বিচার ও বহুপাক্ষিকতাকে ধারণ করত এবং এখন তা বর্বরতা ও পাশবিকতার সাথে মিশে গেছে। আরাকচি আরও বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের সনদ এবং বিশ্ব শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য বৈশ্বিক দক্ষিণের বহুপাক্ষিকতার আদর্শ যার উপর ব্রিকস প্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিকস সদস্যরা এই সনদের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন ও রক্ষা করতে নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে করে। আরাকচি জোর দিয়ে বলেন, বিশ্বের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির একটি বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্বকারী ব্রিকস গোষ্ঠীর প্রকৃত বহুপাক্ষিকতার মেরুদণ্ড হয়ে ওঠার এক অতুলনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা একচেটিয়া কাঠামোর উপর নির্ভরতা কমাতে পারে এবং স্বাধীনতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। ব্রিকস পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন সুবিধার উপর ভিত্তি করে সহযোগিতার একটি মডেল হতে পারে। এখন সময় এসেছে "সংকট ব্যবস্থাপনা" থেকে "কাঠামো ব্যবস্থাপনার" দিকে এগিয়ে যাওয়ার। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৫.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও টুডে

২৪ ঘণ্টায় ১২ শিশুর প্রাণ কেড়ে নিল হাম

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও এর উপসর্গে আরো ১২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন নিশ্চিত হামে মারা গেছে। অন্য আটজনের হাম উপসর্গ ছিল।শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার তথ্য দেয়া হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। এই সময়ে সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা এক হাজার ১৯২ জন এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ৬১১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১১১ জন, গত ১৫ মার্চ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা সাত হাজার ৪১৬ জন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

পর্তুগালের ট্রেন দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশী নিহত, আহত আরো ৫ জন

পর্তুগালের আলগার্ভ অঞ্চলে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে রাম প্রসাদ সরকার নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চার বাংলাদেশি। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার আলগার্ভের মেক্সিলহেইরা গ্রান্দে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাম প্রসাদ সরকারের বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায়। তিনি জীবিকার সন্ধানে মাত্র ১০–১৫ দিন আগে পর্তুগালে পাড়ি জমান বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় প্রাইভেটকারটিতে পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন। রেলক্রসিং অতিক্রম করার সময় দ্রুতগতির একটি যাত্রীবাহী ট্রেন গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাম প্রসাদ সরকারের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত চারজনকে দ্রুত উদ্ধার করে পোর্তিমাও ও ফারো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের বয়স ৩১ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও শিক্ষা জাতীয়করণের দাবি বিএমজিটিএ'র

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা প্রদান, ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়ন এবং মাদ্রাসাসহ দেশের সব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের লক্ষ্যে আসন্ন জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা জেনারেল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমজিটিএ। শুক্রবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের মহাসচিব ফিরোজ আলমের সঞ্চালনায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিএমজিটিএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. হারুন অর রশিদ। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৯৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের মাত্র ১২ দশমিক ১ শতাংশ। আগের অর্থবছরের তুলনায় এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৯৩৪ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ অথবা জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাখাতে জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দেশে এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই জিডিপির ২ শতাংশ বরাদ্দও নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংগঠনটির পক্ষ থেকে আসন্ন ঈদুল আজহায় এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা প্রদান, ৯ম পে-স্কেল চালু, অনুপাত প্রথা বাতিল এবং সব প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতির দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া মাদ্রাসা থেকে স্কুল-কলেজ এবং স্কুল-কলেজ থেকে মাদ্রাসায় বদলির সুযোগ চালু, স্বতন্ত্র

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তকরণ, শিক্ষা কমিশন গঠন, মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ এবং মাদ্রাসার প্রশাসনিক পদে জেনারেল শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার দাবিও তুলে ধরা হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছেন ধর্ষণের অভিযোগে ফাঁসানো ফেনীর সেই ইমাম

মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় এক মাসের বেশি কারাভোগ এবং ডিএনএ পরীক্ষায় নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও স্বস্তি মেলেনি ফেনীর ইমাম মোজাফফর আহমদের। কারাজীবনের ভয়াবহ মানসিক চাপ তাকে তীব্র মানসিক বিপর্যয়ে ঠেলে দিয়েছে। সর্বশেষ তাকে ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের টেটেশ্বর গ্রামের এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে মোজাফফর আহমদ ৩২ দিন কারাভোগ করেন। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় কিশোরীর সন্তানের সঙ্গে তার কোনো জৈবিক সম্পর্ক না পাওয়ায় আদালত তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়। বৃহস্পতিবার জাতীয় নাগরিক পার্টির এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে মোজাফফরের সর্বশেষ অবস্থার বিষয়টি তুলে ধরেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

সুপ্রিম কোর্ট বারে বিএনপির দাপট, ১৪ পদের ১৩টিতেই জয়

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে। নির্বাচনে ১৪টি পদের মধ্যে সভাপতি ও সম্পাদকসহ ১৩টি পদেই বিজয়ী হয়েছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী প্যানেলের প্রার্থীরা। সদস্যের একটি পদে জয় পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামী–সমর্থিত আইনজীবী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী। সভাপতি পদে ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন দুই হাজার ৯৮৪ ভোট পেয়ে ফের জয়ী হয়েছেন। তিনি বর্তমানে নোয়াখালী-১ আসনের এমপি এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব। সম্পাদক পদে দুই হাজার ৫৮২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন আইনজীবী মোহাম্মদ আলী। সমিতির দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নির্বাচন ১৩ ও ১৪ মে অনুষ্ঠিত হয়। ভোটগ্রহণ শেষে রাত দশটার দিকে ভোটগণনা শুরু হয়। গণনা শেষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার রাত দুইটার দিকে নির্বাচন পরিচালনা–সংক্রান্ত উপকমিটির আহ্বায়ক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী এই ফলাফল ঘোষণা করেন। সমিতির অন্যান্য পদে বিজয়ীরা হলেন-সহ-সভাপতির দুটি পদে মো. মাগফুর রহমান শেখ ও মো. শাহজাহান নির্বাচিত হয়েছেন।
কোষাধ্যক্ষ পদে মো. জিয়াউর রহমান, সহ-সম্পাদকের দুটি পদে মাকসুদ উল্লাহ ও মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম মুকুল বিজয়ী হয়েছেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সাতটি সদস্য পদের মধ্যে ছয়টি পেয়েছে নীল প্যানেলের প্রার্থীরা। তাঁরা হলেন- এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী, এ কে এম আজাদ হোসেন, ওয়াহিদ আফরোজ চৌধুরী, মো. কবির হোসেন, মো. জিয়া উদ্দিন মিয়া ও মো. টিপু সুলতান। অপর একটি পদ বিজয়ী হয়েছেন সবুজ প্যানেলের আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী। এবারের নির্বাচনে ১৪টি পদের বিপরীতে ৪০ জন প্রার্থী হন। এবারের নির্বাচনে ১১ হাজার ৯৭ ভোটারের মধ্যে ৪ হাজার ৪৮ জন আইনজীবী ভোট দেন। নির্বাচনে বিএনপি জামাত ও এনসিপি তিনটি প্যানেল অংশগ্রহণ করলেও আওয়ামী লীগ সমর্থিতদের অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। তবে এর বাইরে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেন। গত ২৬ এপ্রিল সমিতির সাধারণ সদস্যদের এক বিশেষ সাধারণ সভায় (ইজিএম) দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবীদের নির্বাচনে অংশ নিতে না দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা এই প্রক্রিয়াকে অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সমিতির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবারের নির্বাচনে আওয়ামীপন্থি আইনজীবীরা (সাদা প্যানেল) নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

একে একে নিভে গেল পরিবারের ৫ জনেরই প্রাণ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার একটি বহুতল ভবনের ফ্ল্যাটে জমে থাকা গ্যাসের বিস্ফোরণে দগ্ধ একই পরিবারের মা-বাবা ও তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৫ মে) সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরিবারের শেষ সদস্য মা সায়মা (৩২) মারা যান। রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন সহকারী অধ্যাপক ডা. শাওন বিন রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, সোমবার বিস্ফোরণের পর শুক্রবারের মধ্যে একে একে বাবা, মা ও তাদের তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ শুক্রবার সকালে মারা যান মা সায়মা। এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা যায় সাত বছরের শিশু মুন্না। তার তিন ঘণ্টা পর বেলা ১টার দিকে মারা যায় বড় বোন মুন্নি (১০)। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, মুন্নির শরীরের ৪০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এর আগে আগে বুধবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে মারা যায় তাদের আরেক সন্তান কথা। সাত বছর বয়সী শিশুটির শরীরের ৫২ শতাংশ এবং শ্বাসনালী পুড়ে গিয়েছিল। শিশুদের বাবা মো. কালাম (৩৫) মারা যান গত সোমবার সকালে। চিকিৎসকদের মতে, তার শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ১০ মে সকালে ফতুল্লার গিরিধারা এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের নিচতলার একটি ফ্ল্যাটে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে দম্পতি ও

তাদের তিন সন্তান দগ্ধ হন। ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা, তিতাস গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে ফ্ল্যাটে গ্যাস জমে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

হাম উপসর্গে সিলেট-ময়মনসিংহে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

দেশে হাম ও উপসর্গ নিয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেট ও ময়মনসিংহে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জানা যায়, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯ মাস বয়সী একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জেলার তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা ওই শিশুকে গত ১২ মে হাম-সদৃশ উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২৩ শিশু ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২০ শিশু। বর্তমানে হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে ১০৪ শিশু। অন্যদিকে, সিলেটেও হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া শিশুটির নাম বন্ধন, বয়স মাত্র পাঁচ মাস। ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে চলতি বছরে সিলেট বিভাগে হাম ও হাম-সদৃশ উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ জনে। বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে হাম-উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩১১ জন রোগী। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬৪ জন সন্দেহভাজন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। যদিও এ সময়ে ল্যাব পরীক্ষায় নতুন কোনো রোগী শনাক্ত হয়নি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

১৭ মে পর্যন্ত দেওয়া যাবে আয়কর রিটার্ন, সময় বাড়বে না আর

২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্য সব করদাতার আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা পূর্বঘোষিত আজ ১৫ মে শেষ হবে। তবে আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় আয়কর আইন, ২০২৩-এর বিধান অনুযায়ী আগামী ১৭ মে শেষ হবে। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এরপর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের আয়কর দাখিলের জন্য আর সময় বৃদ্ধি করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে এনবিআর। এনবিআর জানিয়েছে, স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য সব করদাতা এই সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে অসমর্থ হলে তারা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ অনুযায়ী নির্ধারিত কর পরিশোধ সাপেক্ষে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

বগুড়াকে ১৩তম সিটি করপোরেশন বানিয়ে গেজেট প্রকাশ

বগুড়া পৌরসভা ও সম্প্রসারিত এলাকা নিয়ে নতুন সিটি করপোরেশন গঠন করেছে সরকার। দেশের ১৩তম সিটি করপোরেশন হিসেবে গঠিত বগুড়া সিটি করপোরেশনে মোট ওয়ার্ড রাখা হয়েছে ২১টি। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) রাতে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ। পরে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। আলাদা প্রজ্ঞাপনে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইনের প্রথম তফসিল সংশোধন করে সেখানে বগুড়া সিটি করপোরেশনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ৭ মে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) বগুড়া সিটি করপোরেশন গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। নতুন সিটি করপোরেশনের সীমানা নির্ধারণে উত্তরে রয়েছে ৩ নম্বর নিশিন্দারা ইউনিয়ন (বগুড়া সদর), ৫ নম্বর রাজাপুর ইউনিয়নের অংশ (বগুড়া সদর) ও ৬ নম্বর শাখারিয়া ইউনিয়ন (বগুড়া সদর)। দক্ষিণে রয়েছে ১ নম্বর আশেকপুর ইউনিয়ন (শাজাহানপুর), ২ নম্বর মাদলা ইউনিয়ন (শাজাহানপুর) ও ৩ নম্বর মাঝিড়া ইউনিয়ন (শাজাহানপুর)। পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ২ নম্বর সাবগ্রাম ইউনিয়ন (বগুড়া সদর), ৫ নম্বর রাজাপুর ইউনিয়ন (বগুড়া সদর) ও ২ নম্বর মাদলা ইউনিয়ন (শাজাহানপুর)। পশ্চিমে রয়েছে ১ নম্বর ফাঁপোড় ইউনিয়ন (বগুড়া সদর) ও ৪ নম্বর এরুলিয়া ইউনিয়ন (বগুড়া সদর)। সিটি করপোরেশন গঠনের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বিদ্যমান বগুড়া পৌরসভা ও সম্প্রসারিত এলাকার সমন্বয়ে বগুড়া সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা অনুযায়ী মতামত আহ্বানের জন্য বগুড়া জেলা প্রশাসককে গণবিজ্ঞপ্তি জারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিদ্যমান বগুড়া পৌরসভা ও সম্প্রসারিত এলাকার সমন্বয়ে সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। সেই প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়েই সরকার বগুড়া সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

বিশেষায়িত ইউনিটে জনবল বৃদ্ধি চায় পুলিশ

শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ দমন, মহাসড়ক নিরাপত্তা, পর্যটন খাতের সুরক্ষা এবং ভিআইপি নিরাপত্তাসহ ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোতে জনবল বাড়ানোর দাবি উঠেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিল্প পুলিশ, নৌ পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ এবং আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)-এর মতো বিশেষায়িত ইউনিটগুলো বর্তমানে সীমিত জনবল নিয়ে কাজ করছে। অথচ

এসব ইউনিটের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, কার্যকর পুলিশিং ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত জনবল, প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞরা শিল্প পুলিশকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা বলছেন, দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্প খাত, রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প এবং উদীয়মান অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিল্প পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। বর্তমানে শিল্প পুলিশের কার্যক্রম কয়েকটি অঞ্চলে সীমিত আকারে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানান, শিল্পপ্রধান সব এলাকায় পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ইউনিট ও জনবল প্রয়োজন।

একইভাবে, নৌপথে অপরাধ দমন, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং নদীবন্দরগুলোর নিরাপত্তা জোরদারে নৌ পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর দাবিও জোরালো হচ্ছে।পর্যটন খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ায় ট্যুরিস্ট পুলিশে প্রশিক্ষিত জনবল বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তাদের মতে, দক্ষ জনবল ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক পুলিশিংয়ের মাধ্যমে বিশেষায়িত ইউনিটগুলোকে আরও শক্তিশালী করা গেলে জনসেবা উন্নত হবে এবং দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামো আরও দৃঢ় হবে।

এদিকে, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) দক্ষতা বাড়ানো ও সারা দেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত ৫ হাজার জনবল এবং স্থায়ী অফিস ভবন চেয়েছে। পিবিআই প্রধান ও পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো. মোস্তফা কামাল বাসস'কে জানান, বর্তমানে ইউনিটটির জনবল ২ হাজার ৩১ জন। তারা দেশের ৪২টি জেলায় ভাড়া করা অফিসে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি বলেন, জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানোর জন্য দু'টি প্রস্তাব ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত পিবিআই প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জটিল অপরাধ, সাইবার অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ এবং সংঘবদ্ধ অপরাধের তদন্ত করে থাকে। সম্প্রতি পুলিশের এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদও ট্যুরিস্ট পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পর্যটন খাতের উন্নয়ন, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দেশের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে এ ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। কর্মকর্তারা মনে করছেন, বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী করতে সরকারের উদ্যোগ পুলিশ বাহিনীকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

আরও একটি সরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন

দেশের চিকিৎসা শিক্ষার পরিধি বাড়াতে ঠাকুরগাঁও জেলায় নতুন একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৮টিতে। মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'ঠাকুরগাঁও মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠার সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে এবং দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করতেই সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৩৭টি সরকারি এবং ৬৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীনে বিইউপির তত্ত্বাবধানে ৫টি এবং ঢাকায় একটি সশস্ত্র বাহিনী মেডিকেল কলেজ (এএফএমসি) রয়েছে। সম্প্রতি নৌবাহিনীর উদ্যোগেও চট্টগ্রামে ৫০ আসনের একটি মেডিকেল কলেজ চালু করা হয়েছে। অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, গত নভেম্বর মাসে আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাসের পর বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মোট ৫ হাজার ১০০টি এবং বেসরকারি মেডিকেলে ৬ হাজার ১টি আসন রয়েছে। এর বাইরে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর অধীনে পরিচালিত কলেজগুলোর আসনসহ বর্তমানে দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনার জন্য সর্বমোট আসন সংখ্যা ১১ হাজার ৫২৬টি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, সীমান্তবর্তী জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন এই সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তরাঞ্চলের বড় একটি অংশের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ তৈরি হবে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উন্নত স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসবেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

পুনর্বহালের দাবিতে চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন

চাকরিতে পুনর্বহাল ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যরা। শুক্রবার (১৫ মে) সকালে রাজধানীর শাহবাগে এক মানববন্ধনে এই দাবি জানানো হয়। এ সময় নিরপরাধ বিডিআর সদস্যদের মুক্তি ও প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান তারা। চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যরা অভিযোগ করেন, নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই শুধু অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এটিকে বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করে হাজারো নিরীহ বিডিআর সদস্যকে জেল-জরিমানা, চাকরিচ্যুতি এবং বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে। তারা বলেন, নির্যাতিত এসব পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অবিলম্বে চাকরিতে পুনর্বহাল, বকেয়া বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় ন্যায়বিচার ও অধিকার আদায়ে গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, টেকসই উন্নয়ন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। একইসঙ্গে জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে নবনির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকারসমূহও তুলে ধরেন তিনি। আজ (শুক্রবার) সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিষয়ক সহকারী মহাসচিব খালেদ খিয়ারির সঙ্গে বৈঠককালে প্রতিমন্ত্রী এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারগুলো তুলে ধরেন। পাশাপাশি জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো; সরকারি সেবার মানোন্নয়ন এবং মানবাধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় নিম্নআয়ের মানুষ ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারের 'ফ্যামিলি কার্ড' ও 'কৃষক কার্ড'-এর মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর কথাও তুলে ধরেন শামা ওবায়েদ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অবদানকারী দেশ। এ বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতিসংঘে বর্তমানে আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ধারা অক্ষুন্ন রাখা জরুরি। তিনি সংঘাত-পরবর্তী শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারী ও যুব সমাজের আরও বেশি অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও টেকসইভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংকটের একমাত্র কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বলেও পুনরায় উল্লেখ করেন তিনি। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা ও সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বানও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এদিকে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন খালেদ খিয়ারি। বিশেষ করে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

পরিমার্জন হচ্ছে ২০২৭ সালের পাঠ্যবই, ফিরছে প্রকৃত ইতিহাস : এনসিটিবি চেয়ারম্যান

আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। জাতীয় বার্তা সংস্থা বাসস'কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিচ্যুতি ও একপেশে ইতিহাস সংশোধন করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী পাঠ্যবই পরিমার্জন এবং একটি যুগোপযোগী নতুন শিক্ষাক্রম চালুর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে জানিয়ে মাহবুবুল হক পাটওয়ারী বলেন, অতীতে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের যে বিচ্যুতি ঘটেছিল, এবার তা বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে সংশোধন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর নায়কদের কার কী অবদান, তা সঠিকভাবে পাঠ্যবইয়ে স্থান পাবে। ইতিহাসের একপেশে স্বীকৃতি সংশোধন করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা হবে। এছাড়া ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সঠিক ও বিস্তারিত ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

মুদ্রাবাজার থেকে ৪ কোটি মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে আজ ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা দরে ৪ কোটি মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, চলতি মে মাসে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ২১ কোটি মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। এছাড়া চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ পর্যন্ত মোট ৫৮৮ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ এলিনা)

ভারতের একতরফা অভিন্ন নদীর পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক: মির্জা ফখরুল

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের তোয়াক্কা না করে ভারতের একতরফাভাবে অভিন্ন নদীর পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। শুক্রবার 'ফারাক্কা দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন। ভারতের গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহারের প্রতিবাদে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ফারাক্কা বাঁধ অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চের দিনটি ফারাক্কা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। মির্জা ফখরুল বলেন, ১৯৭৬ সালের ১৬ মে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর এক ডাকে সারা দেশ থেকে লাখো মানুষ গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চে অংশ নিয়েছিল। ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ওই লংমার্চ আজও জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতের পানি প্রত্যাহারের সংকট নিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ভারত ফারাক্কা পয়েন্টে বাঁধ নির্মাণ করে অভিন্ন নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার শুরু করায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা, পানির সংকট ও জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে প্রবাহিত ৫৪টি অভিন্ন নদীতে ভারত একের পর এক বাঁধ নির্মাণ করায় বিভিন্ন অঞ্চলে মরুকরণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে উষর ভূমিতে পরিণত হওয়ার আলামতও ফুটে উঠছে। তিনি অভিযোগ করেন,

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের মতামত উপেক্ষা করে পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালুর অনুমতি দিয়েছিল। পরবর্তীতে সেটি স্থায়ী রূপ নিয়ে দেশের জন্য 'মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির সময় অন্তবর্তী সরকার জামায়াতকে কিছুই জানায়নিঃ ডা. শফিকুর রহমান

অন্তবর্তী সরকারের সময়ে আমেরিকার সঙ্গে হওয়া চুক্তির বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ জামায়াতের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি বলে দাবি করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, এখনো আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে কোনো একজন মানুষ এই বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে একটা শব্দ উচ্চারণ করেনি। এটাই হচ্ছে আমাদের অবস্থান। শুক্রবার বিকেলে রংপুর শিল্পকলা একাডেমিতে মহানগর জামায়াত আয়োজিত সুধী সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এসব কথা বলেন। তিস্তা মহাপরিকল্পার বিষয়ে শফিকুর রহমান বলেন, আমরা পদ্মা ব্যারাজের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এটা তিস্তার বিনিময়ে নয়। তিস্তার জায়গায় তিস্তাকে অবশ্যই তার পাওনা দিতে হবে এবং এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেই হবে। এর ভিন্ন আমরা কিছু চাই না। আমি সংসদের ভেতরেও একই কথা বলেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অবস্থান এই ব্যাপারে একদম ক্লিয়ার। স্থানীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, আমরা একটা নির্বাচনমুখী দল। আমরা গণতান্ত্রিক পন্থায় এই দেশের নেতৃত্বের পরিবর্তন চাই। কাজেই আমরা সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। এবারও আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সব স্তরে অংশগ্রহণ করব।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

জ্বালানি সহযোগিতায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতা স্মারক সই

জ্বালানি খাতে কৌশলগত সহযোগিতা জোরদারে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এতে স্বাক্ষর করেন। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ তাদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ সময়ে এ চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দূতাবাস জানিয়েছে, এ সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে সহায়তা করবে। এটি সাশ্রয়ী মূল্য ও সাপ্লাই চেইনের টেকসইতার ভিত্তিতে জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণে সহায়তা করবে এবং দুই দেশের মধ্যে বৃহত্তর জ্বালানি সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করবে। চুক্তির আওতায় দুই দেশের মধ্যে তেল, গ্যাস, ভূতাপীয় ও জৈবশক্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় এবং গবেষণা সহজ হবে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি, এলপিজি ও অন্যান্য জ্বালানি পণ্য বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

একযোগে এনসিপির ২২ নেতার পদত্যাগ

জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির সদ্যঘোষিত চট্টগ্রাম মহানগর আহ্বায়ক কমিটি থেকে একযোগে ২২ নেতাকর্মী পদত্যাগ করেছেন। শুক্রবার সকালে পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বর্তমান কমিটির দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ রাফসান জানি রিয়াজ। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে সংবাদ সম্মেলনে প্রথমে চার নেতার পদত্যাগের বিষয়টি জানানো হয়। বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ সম্মেলনে যে চার নেতার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানানো হয়, তারা হলেন কমিটির জ্যেষ্ঠ সহসাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ, মাহতাব উদ্দীন আহমদ ও দফতর সম্পাদক রাফসান জানি রিয়াজ। সংবাদ সম্মেলনে তারা উপস্থিত ছিলেন।বৃহস্পতিবার মীর মোহাম্মদ শোয়াইবকে আহ্বায়ক এবং আরিফ মঈনুদ্দীনকে সদস্যসচিব করে ১৬৮ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই কমিটির তালিকা প্রকাশ করে দলটি। এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ এই কমিটি অনুমোদন দেন। শুক্রবার সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কমিটির মোট ২২ নেতার পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। রাফসান জানির পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ লিখিত আকারে এই ২২ নেতার সইসহ পদত্যাগপত্র এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন বরাবর পাঠানো হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৫৭ হাজারের বেশি হজযাত্রী

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত ১৪৮টি ফ্লাইটে ৫৭ হাজার ৫২৬ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। একই সময়ে স্বাভাবিক কারণে ১৪ জন বাংলাদেশি হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশ হজ অফিসের পরিচালক মো. লোকমান হোসেন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত এসব হজযাত্রী জেদ্দায় পৌঁছান। হজ বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী। তাদের মধ্যে ১১ জন মক্কায় এবং ৩ জন মদিনায় মারা গেছেন। এদিকে সৌদি আরবে অবস্থানরত হজযাত্রীদের চিকিৎসাসেবা দিতে মেডিকেল টিম এখন পর্যন্ত ২৮ হাজার ৬৬৯ জনকে সেবা

দিয়েছে। পাশাপাশি আইটি হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন ১৬ হাজার ৪৩০ জন। লোকমান হোসেন জানান, চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালনের অনুমতি পেয়েছেন। হজ কার্যক্রম পরিচালনায় কাজ করছে ৬৬০টি এজেন্সি। এর মধ্যে ৩০টি লিড এজেন্সি এবং ৬৩০টি সমন্বয়কারী এজেন্সি রয়েছে। হজ অফিস সূত্রে জানা গেছে, মোট হজযাত্রীর মধ্যে ৪ হাজার ৫৬৫ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং ৭৩ হাজার ৯৩৫ জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করবেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ আসাদ)

জাগো নিউজ

সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের অনুষঙ্গ নয়, জাতির আত্মপরিচয়: সংস্কৃতিমন্ত্রী

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেছেন, সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের অনুষঙ্গ নয়, সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়, চেতনা ও সভ্যতার ভিত্তি। তিনি বলেন, যে জাতি তার সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারে না, সে জাতি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় টিকে থাকতে পারে না। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সহনশীলতা ও মুক্তচিন্তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুক্রবার (১৫ মে) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী। ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার পবন বাধে। সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সংস্কৃতিকে রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করা, নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীদের মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, সংস্কৃতিকর্মীদের জন্য বিশেষ কল্যাণ কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে তারা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আসতে পারেন। পাশাপাশি দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, লোকঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কারণ, ঐতিহ্য রক্ষা মানেই জাতির শেকড়কে সুরক্ষিত রাখা। অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী শিবলী মোহাম্মদ ও শামীম আরা নীপার নির্দেশনায় 'নৃত্যাঞ্চল'-এর শিল্পীরা নৃত্যগীতি পরিবেশন করেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্য, দর্শন ও মানবিক চেতনাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ রেজা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, টেকসই উন্নয়ন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে নবনির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকারসমূহও তুলে ধরেন তিনি। শুক্রবার (১৫ মে) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিষয়ক সহকারী মহাসচিব খালেদ খিয়ারির সঙ্গে বৈঠককালে প্রতিমন্ত্রী এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারগুলো তুলে ধরেন। পাশাপাশি জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানো, সরকারি সেবার মানোন্নয়ন এবং মানবাধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় নিম্নআয়ের মানুষ ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারের 'ফ্যামিলি কার্ড' ও 'কৃষক কার্ড'-এর মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর কথাও তুলে ধরেন শামা ওবায়েদ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অবদানকারী দেশ। এ বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতিসংঘে বর্তমানে আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ধারা অক্ষুণ্ন রাখা জরুরি। তিনি সংঘাত-পরবর্তী শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারী ও যুব সমাজের আরও বেশি অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও টেকসইভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই এ সংকটের একমাত্র কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বলেও পুনরায় উল্লেখ করেন তিনি। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা ও সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বানও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এসময় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন খালেদ খিয়ারি। বিশেষ করে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

বাজারে আগেভাগেই ৩ জাতের আম, দাম চড়া

ভরা মৌসুম শুরু হতে আরও কিছুটা সময় বাকি। এর আগেই রাজধানী ঢাকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তিন জাতের আম- গোবিন্দভোগ, হিমসাগর ও কাটিমন। সাতক্ষীরা, গাজীপুরসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে এসব ফল, যা বিক্রি হচ্ছে তুলনামূলক চড়া দামে। মিরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, আকারভেদে প্রতিকেজি গোবিন্দভোগ বিক্রি হচ্ছে

১০০ থেকে ১৫০ টাকায়। আর কাটিমন ১২০ টাকা ও হিমসাগর ১৮০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে নেপালি ও আশ্বিনা জাতের কাঁচা আম বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে।

মুসলিম বাজারের ফল বিক্রেতা স্বপন আহমেদ জানান, চলতি মাসের শুরু থেকেই পাকা আম মিলছে। বেশির ভাগ দোকানি গোবিন্দভোগ তুলছেন। গত ৫ মে থেকে সাতক্ষীরা থেকে আম সংগ্রহ শুরু করেন ব্যবসায়ীরা। রাজশাহী, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও নাটোরের আম এখনো নামেনি। মিরপুর-১১ নম্বর কাঁচাবাজারে আম কিনতে আসা মাকসুদ নামের একজন বলেন, 'বাজারে প্রচুর আম উঠেছে। তবে সিজন তো এখনো শুরু হয়নি। তাই আম মিষ্টি হবে কি না বুঝতে পারছি না।' আম বিক্রেতা সিরাজুল জানান, গোবিন্দভোগ অন্য আমের তুলনায় মিষ্টি কম হয়। এই আম খুব বেশিদিন বাজারে থাকেও না। আরেক বিক্রেতা হিমসাগর বিক্রি করছিলেন। তিনি জানান, বাজারে কাঁচা হিমসাগর ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। পাকা আম প্রতিকেজি ১৮০ টাকা। তবে আম পুরোপুরি উঠলে দাম আরও কমে যাবে। আম সংগ্রহের সূচি অনুযায়ী, ১৫ মে হিমসাগর, ২৭ মে ল্যাংড়া ও ৫ জুন থেকে আম্রপালি আম সংগ্রহের সময় ঠিক করা হয়েছে। সবশেষে জুলাই মাসে বাজারে আসতে শুরু করবে আশ্বিনা ও গৌরমতি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

হজযাত্রী বাড়াতে পারলে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা প্রণোদনা ও হজ পালনের সুযোগ

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর সংখ্যা বাড়াতে নগদ প্রণোদনা, টিমে অন্তর্ভুক্তি, হজ পালনের সুযোগ ও পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত ১১ মে এ বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, নিজস্ব ইউজার আইডিতে হজযাত্রী সংগ্রহের ভিত্তিতে নির্বাচিত হজ গাইডদের সৌদি আরব যাওয়ার সময় আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে। ৪০ জন বা তার বেশি হজযাত্রী সংগ্রহ করলে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা, ৩০ থেকে ৩৯ জন সংগ্রহ করলে এক লাখ ২০ হাজার টাকা, ২০ থেকে ২৯ জন হলে এক লাখ ১০ হাজার টাকা এবং ২০ জনের কম হলে এক লাখ টাকা প্রণোদনা পাবেন। এছাড়া ধর্ম মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজস্ব আইডিতে ১০০ জনের বেশি হজযাত্রী নিবন্ধন করাতে পারলে হজ টিমে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। সরকারি মাধ্যমে সর্বোচ্চ হজযাত্রী নিবন্ধিত ১৫টি জেলা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের একজন করে কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বিভিন্ন টিমের সদস্য হিসেবে সৌদি আরবে পাঠানো হবে। তবে কোনো জেলায় ১০০ জনের কম হজযাত্রী থাকলে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। কোনো বিভাগ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে ওই বিভাগের সর্বোচ্চ নিবন্ধিত জেলার একজনকে টিম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট জেলায় কমপক্ষে ৫০ জন হজযাত্রী থাকতে হবে। চিঠিতে আরও বলা হয়, সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে যারা নিজস্ব ইউজার আইডিতে কমপক্ষে ৩০ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করেছেন কিন্তু হজ গাইড বা টিম সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পাননি, তারা বিমানভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে হজ পালনের সুযোগ পাবেন। এছাড়া ২০২৭ সাল থেকে হজ গাইডদের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ভিত্তিতে অন্তত ১০ জনকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক দেওয়া হবে। একইভাবে যারা ৩০ জন বা তার বেশি হজযাত্রী সংগ্রহ করেও হজ গাইড, টিম সদস্য বা হজ পালনের সুযোগ নিতে চান না, তাদেরও সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ও সম্মাননা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামে ১৬ মামলার আসামি যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬ মামলার আসামি যুবলীগ নেতা মো. মহিউদ্দিনকে (৩৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ মে) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানা পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মো. আফতাব উদ্দিন। গ্রেফতার মহিউদ্দিন কোতোয়ালি থানার শাহ আমানত (রহ.) মাজার লেইন এলাকার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় যুবলীগের নেতা বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে তিনি যুবলীগের কোন পদে আছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন বলেন, মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসবিরোধী আইন, দ্রুত বিচার আইন ও ধর্ষণসহ মোট ১৬টি মামলা রয়েছে। গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ভারতে মুসলিম নির্যাতন-সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ

ভারতে মুসলিম নির্যাতন ও সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে খেলাফত মজলিস। শুক্রবার (১৫ মে) জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট থেকে এ মিছিল শুরু হয়ে পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে খেলাফত মজলিস মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেন, সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ বারবার আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে| সীমান্ত হত্যা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও ভারত আবারও তা শুরু করে বাংলাদেশকে নতুন করে ভয় দেখাতে চায়। পুশইন, মাদক চোরাচালানসহ অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভারত অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। আমরা ভারতের এমন অপ্রতিবেশীসূলভ আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

জানাই। তিনি বলেন, ভারতকে অবিলম্বে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে এবং সকল হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নিজ দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে আধিপত্যবাদ নয়, প্রতিবেশীসুলভ আচরণ ও সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানাই। ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেন, দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে- গত এক সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লালমনিরহাট সীমান্তে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করা হলেও এর উপযুক্ত জবাব চাইতে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারকে এখনো তলব করেনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আমরা অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ফটিকছড়িতে টিলার খাদে মানুষের মাথার খুলি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নে টিলার খাদ থেকে মানুষের একটি মাথার খুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই এলাকায় মাথাবিহীন মরদেহ ও মাথার খুলি উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্রবার (১৫ মে) দুপুরে ডলু আশ্রয়ণ প্রকল্প-সংলগ্ন একটি টিলার খাদ থেকে খুলিটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ডলু আশ্রয়ণ প্রকল্পের এক বাসিন্দা ছাগল খুঁজতে গিয়ে টিলার নিচে সাদা রঙের একটি বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে সেটি মানুষের মাথার খুলি বুঝতে পেরে তিনি স্থানীয়দের জানান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খুলিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এর আগে, গত শনিবার (৯ মে) একই ইউনিয়নের নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার একটি টিলা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মাথাবিহীন মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। স্থানীয়দের অনেকে ধারণা করছেন, সদ্য উদ্ধার হওয়া খুলিটি আগের মাথাবিহীন মরদেহের অংশ হতে পারে। তবে পুলিশ বলছে, ফরেনসিক পরীক্ষা ছাড়া বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। ফটিকছড়ি থানার তদন্ত কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, উদ্ধার হওয়া খুলিটি পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমেও আগের মরদেহের সঙ্গে এর মিল রয়েছে কি না, তা যাচাই করা হবে। তিনি আরও বলেন, সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি মাথায় রেখে পুলিশ বিভিন্ন দিক তদন্ত করছে। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে। এক সপ্তাহে একই এলাকায় এমন দুটি ঘটনার পর পাইন্দং ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যার পর টিলা ও আশপাশের নির্জন এলাকায় মানুষের চলাচলও কমে গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকারি দল বহু জায়গায় উল্টাপাল্টা করছে: জামায়াত আমির

বহু জায়গায় সরকারি দল অনেক উল্টাপাল্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার (১৫ মে) বিকেলে রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, 'আপনারা দেখেছেন বহু জায়গায় এরইমধ্যে সরকারি দল অনেক উল্টাপাল্টা করছে। তারা গণভোটকে অগ্রাহ্য করেছে। তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পরিবর্তন করে অত্যন্ত দুর্বল-বিতর্কিত একজন মানুষকে সেই সম্মানজনক জায়গায়, বসিয়েছে।' বিরোধীদলীয় নেতা আরও বলেন, 'আপনারা দেখেছেন যে ৪২টি জেলায় তারা প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে বসিয়েছে, একটা ডেমোক্রেটিক প্রসেসে দেশ যখন এগোচ্ছে, এইসময় কেন প্রশাসক নিয়োগ দিতে হবে? দলীয় লোকদের কেন দিতে হবে? বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচন করে জনগণ যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, হেরে গেছে; তাদেরকে আবার বড় বড় জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাকে কি জনগণের সঙ্গে এক ধরনের তামাশা নয়?' দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে জামায়াতের আমির বলেন, 'আবার বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে জ্ঞানের চর্চা হবে, আমাদের সন্তানগুলো মানুষ হয়ে, পরিপক্ব হয়ে একজন যোগ্য নাগরিক হয়ে বের হবে; সেখানে এখন দলীয় অনুগত লোকদেরকে ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট—এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে এখন নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এগুলোর কোনো জবাব নেই।' তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন, আপনাদের পরিকল্পনাই ফাইনাল না, আল্লাহ তায়ালার মহাপরিকল্পনা ফাইনাল। এটা যদি ফাইনাল হতো, অতীতের সরকার সাড়ে ১৫ বছরে খুব সুন্দর করে সবকিছু সাজিয়েছিল। কিন্তু না, দুই দিনের মাথায় সবকিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে।'রংপুর অঞ্চলের বিষয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আমরা বলেছিলাম, কৃষির রাজধানী হিসেবে এটাকে ঘোষণা করবো। এটা কথার কথা নয়, মুখের কথা নয়; বাস্তবেই কৃষির রাজধানী হিসেবে এটাকে রূপান্তর করার জন্য যত কর্মসূচি নেওয়া দরকার, রাষ্ট্র সব কর্মসূচি নেবে। হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হবে, না হয় বেসরকারি উদ্যোগে হবে, না হয় যৌথ উদ্যোগে হবে। হয় দেশীয় উদ্যোগে হবে, না হয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগে হবে। কিন্তু এর চেহারা বদলাবে ইনশাআল্লাহ।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.৯৫.২০২৬ রুবাইয়া)

পদ্মার পাড়ে ব্যাগে মিললো মানুষের খণ্ডিত চার হাত-পা

শরীয়তপুরের নড়িয়ার পদ্মা নদীর পাড় থেকে মানবদেহের খণ্ডিত দুটি হাত ও দুটি পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ মে) বিকেলে উপজেলার মুলফৎগঞ্জ এলাকার নদীর পাড় থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগে মোড়ানো হাত-পাগুলো উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরের দিকে মুলফৎগঞ্জ এলাকায় পদ্মা নদীর তীরে সাদা প্লাস্টিকে

মোড়ানো একটি ব্যাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। সেগুলো থেকে দুর্গন্ধ বের হলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগটি খুললে মানুষের খণ্ডিত দুটি হাত ও দুটি পা দেখা যায়। পরে সেগুলো উদ্ধার করে সিআইডিকে খবর দেয়। নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া বলেন, সিআইডি থেকে এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

নওগাঁয় অনলাইন জুয়ার আস্তানায় অভিযান, গ্রেফতার ১৫

নওগাঁর মান্দায় পৃথক দুটি অভিযানে শীর্ষ অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী হিসেবে পরিচিত এক যুবকসহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছে থেকে বিপুল পরিমাণ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা জব্দ করা হয়। শুক্রবার (১৫ মে) দুপুর ৩টার দিকে জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (১৪ মে) রাত ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মান্দা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে স্থানীয় থানা পুলিশ। প্রথম অভিযানে রাত ১১টার দিকে কাশোপাড়া এলাকার সোহেল হোসেনের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে নগদ ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ছয়টি মোবাইল ফোন, দুটি ল্যাপটপ ও পাঁচটি ডেস্কটপ কম্পিউটার জব্দ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনার অপরাধে আটক করা হয় তিন যুবককে। আটকদের মধ্যে সোহেল হোসেন নামে দুই যুবক ও রবিউল ইসলাম নামে আরেক যুবক রয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা পর দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে দিনবনি হাড়ি এলাকার ফজলুর রহমানের বাড়িতে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে মান্দা থানা পুলিশ। বাড়িটির কক্ষ ভাড়া নিয়ে কয়েকজন তরুণ দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার সেন্টার পরিচালনা করছিলেন। সেখানে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ বসিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা লোকজনকে গভীর রাতে জুয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। অভিযানে ১২ জনকে আটক করা হয়। উদ্ধার করা হয় ১৫টি মোবাইল ফোন, ১১টি কম্পিউটার, ১১টি মনিটর, ১১টি কিবোর্ড ও তিনটি ল্যাপটপ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

২২ বছর পর চাঁদপুরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, জেলাজুড়ে উচ্ছ্বাস

দীর্ঘ ২২ বছর পর শনিবার (১৬ মে) চাঁদপুর সফরে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সফরকে ঘিরে পুরো জেলায় শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উদ্বোধন ও পরিদর্শন করবেন। এর মধ্যে খাল পুনঃখনন কার্যক্রম উদ্বোধন, নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ এবং স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি তিনি দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক সভায় অংশ নিয়ে দলীয় দিকনির্দেশনা দেবেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সকালে চাঁদপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় শাহরাস্তি উপজেলার টামটা দক্ষিণ ইউনিয়নের ওয়ারুক বাজার এলাকায় খোদ খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন। পরে দুপুর পৌনে ২টায় চাঁদপুর সদর উপজেলার শাহমাহমুদপুর ইউনিয়নের কুমারডুগী গ্রামের ঘোষের হাট সংলগ্ন বিশ্ব খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি। এরপর বিকেল সাড়ে ৩টায় চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সবশেষে বিকেল ৫টায় চাঁদপুর ক্লাবে অনুষ্ঠিত জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সভায় অংশ নেবেন দলের প্রধান। চাঁদপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সিয়াম হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চাঁদপুর সফরকে ঘিরে জেলার তরুণদের মধ্যে নতুন আশা তৈরি হয়েছে। তিনি প্রত্যাশা করেন, শিক্ষার্থী ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়ক চার লেনে উন্নীত করা, জেলাকে পর্যটন শিল্পে বিকশিত করা এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানান। চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি তমাল কুমার ঘোষ বলেন, চাঁদপুরে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বাড়াতে ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি। একইসঙ্গে পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং নদীভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণেও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক আহমেদ জিয়াউর রহমান বলেন, 'দুটি খাল পুনঃখনন কর্মসূচির পাশাপাশি জেলার রাজরাজেশ্বর ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে ৩৭০ জনের মাঝে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হবে। একইসঙ্গে চাঁদপুর থেকে দেশের ২২ জেলায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা আশাবাদী খুব ভালোভাবে আয়োজনটি সমাপ্ত করতে পারবো।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে 'জঙ্গিগোষ্ঠীর অর্থদাতা' তোহা আটক

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সৌদি রিয়াল, ইউএস ডলার ও মালয়েশিয়ান রিংগিতসহ তোহা নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর অর্থদাতা বলে জানিয়েছে এপিবিএন পুলিশ। আটক তোহা উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প-১ ইস্টের ডি-৫ ব্লকের বাসিন্দা আহমদ হোসেনের ছেলে। তবে তিনি বাংলাদেশি এনআইডি কার্ড তৈরি করে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের মাস্টারপাড়া এলাকার ভোটার হয়েছেন বলে জানা গেছে। কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সৌদি রিয়াল, ইউএস ডলার ও মালয়েশিয়ান রিংগিতসহ তোহা নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর অর্থদাতা বলে জানিয়েছে এপিবিএন পুলিশ। আটক তোহা উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প-১ ইস্টের ডি-৫ ব্লকের বাসিন্দা আহমদ হোসেনের ছেলে। তবে তিনি বাংলাদেশি এনআইডি কার্ড তৈরি করে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের মাস্টারপাড়া এলাকার

ভোটার হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার (১৫ মে) বিকেলে ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ সিরাজ আমীন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার (১৪ মে) চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে আসার সময় লিংক রোড এলাকায় পুরবী বাস থেকে নেমে টেকনাফগামী সি-লাইন বাসে ওঠার সময় তাকে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে কুতুপালং ক্যাম্প-১ ইস্টের ডি-৫ ব্লকে অবস্থিত নিজ শেল্টারে নিয়ে গিয়ে হেড মাঝির উপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তার শেল্টার থেকে নগদ বাংলাদেশি টাকা, সৌদি রিয়াল, মালয়েশিয়ান রিংগিত ও আমেরিকান ডলারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করা হয়। জব্দ মালামালের মধ্যে রয়েছে ৫৩ হাজার টাকা, তিন হাজার ২৫০ সৌদি রিয়াল, তিন হাজার ৩০০ মালয়েশিয়ান রিংগিত, ৬০০ মার্কিন ডলার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জাতীয় সনদপত্র, জন্মসনদ, ব্যাংকের চেক বইয়ের পাতা, মোবাইলফোন এবং অনলাইন জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

হামের চেয়ে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু বেশি, প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে ৭০ শিশু

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হামের তুলনায় নিউমোনিয়ায় অনেক বেশি শিশু মারা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে প্রায় ২৪ হাজার শিশু নিউমোনিয়ায় মারা যায়। প্রতিদিন গড়ে ৬০ থেকে ৭০ জন শিশু এ রোগে প্রাণ হারাচ্ছে। শুক্রবার (১৫ মে) রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এসব তথ্য তুলে ধরেন। বিশেষজ্ঞরা জানান, বর্তমানে দেশে হামের প্রাদুর্ভাব চলছে। তবে আক্রান্ত শিশুদের প্রায় ৯৫ শতাংশ সুস্থ হয়ে উঠছে। দেশে চলমান টিকাদান কর্মসূচির আওতায় এরই মধ্যে ৯৫ শতাংশ শিশু এসেছে বলেও জানান তারা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হামে শিশুমৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ।

সংবাদ সম্মেলনে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. জিয়াউল হক বলেন, হাম একটি ভাইরাসজনিত রোগ। সফল টিকাদান কর্মসূচির কারণে একসময় হামের প্রকোপ অনেক কমে এসেছিল। কিন্তু গত দুই বছরে টিকাদান কর্মসূচিতে ছেদ পড়ায় এ বছর মার্চ থেকে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। তিনি জানান, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত দুই মাসে ৫৪ হাজার ৪১৯ জনের মধ্যে হাম ও হাম সদৃশ উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ জন হামে এবং ৩৬৯ জন হাম সদৃশ উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুমৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ এখনো নিউমোনিয়া। তারা বলেন, হামের চেয়ে নিউমোনিয়ায় সবচেয়ে বেশি শিশু মারা যাচ্ছে। নীরবে এই মৃত্যু হচ্ছে। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা বলেন, হামে আক্রান্ত শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। চিকিৎসায় দেরি হলে জটিলতা বেড়ে যায়। হাম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে শিশুরা নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়াসহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

শনিবার চাঁদপুর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল শনিবার (১৬ মে) চাঁদপুর সফরে যাচ্ছেন। তিনি কুমিল্লায় একটি পথসভায় অংশ নেবেন এবং চাঁদপুরে দুটি খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে পাওয়া সফরসূচি অনুযায়ী, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় নিজ বাসভবন থেকে সড়কপথে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন প্রধানমন্ত্রী। পথে বেলা সাড়ে ১১টায় কুমিল্লার বরুড়ার লক্ষ্মীপুর বাজার মাঠে আয়োজিত পথসভায় অংশ নেবেন তিনি। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার টামটা দক্ষিণ ইউনিয়নের ওয়ারুক বাজার এলাকায় খোর্দ্দ খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে চাঁদপুর সদর উপজেলার শাহ মাহমুদপুর ইউনিয়নের কুমারডুগী গ্রামের ঘোষের হাটসংলগ্ন বিশ্ব খাল পুনঃখনন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং উদ্বোধন করবেন তিনি। দুপুর আড়াইটায় চাঁদপুর সার্কিট হাউসে সংক্ষিপ্ত বিরতি নেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। বিকেল সাড়ে ৩টায় চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। পরে বিকেল ৫টায় চাঁদপুর ক্লাবে আয়োজিত জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সভায় যোগ দেবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

পশ্চিমবঙ্গে কাঁটাতার বসাতে জমি পাবে বিএসএফ, কী বলছে সীমান্তবাসী?

ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করে বিএসএফের হাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থেকে বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, শামশেরনগর পর্যন্ত প্রায় ১৬০ কিলোমিটার মোট সীমান্তের মধ্যে ৫১ কিলোমিটার জায়গায় এখনো কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার পদ্ম শাখরায় ভারতীয় কৃষকদের জমি রয়েছে। তারা তিন বেলা সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করেন। সেখানকার কৃষক প্রনব শেখ জানিয়েছেন, সীমান্তের ওই বেড়া থেকে কিছুটা দূরে আমাদের জমি রয়েছে। তারপর কিছুটা গেলেই আন্তর্জাতিক সীমান্তের পিলার। যেখানে যেখানে বেড়া নেই, সেখানে কাঁটাতার দিলেই ভালো। কিন্তু আমাদের এখানে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। জনগণের জন্য যেটা করলে ভালো

হবে সেটা আমাদেরও ভালো। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা আমাদের এখানে আছে। বিএসএফ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কাঁটাতার না থাকলে তো মানুষ সেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করবেই। বেড়াটা দিলে ভালো হবে। অন্য এক সীমান্তবাসী স্বল্পতি দাস জানান, আমাদের পাশেই বাংলাদেশ। নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের কোনো শঙ্কা নেই। আমাদের এখানে কাঁটাতার আছে, উপকারও আছে। যেখানে নেই, সেখানে কাঁটাতার হলে ভালোই হবে। এখানে কোনো অসুবিধা দেখছি না। এই নারী আরও বলেন, কাঁটাতারের ওপারে আমাদের জমি আছে। আমরা ভোর ৬টায় গেলে আবার দুপুর ১২টায় ফিরে আসি। ফের বিকেল ৩টায় গেলে সাড়ে ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে বেরিয়ে আসি। বিএসএফের নিরাপত্তা ভালো, যাওয়ার সময় আমাদের পরিচয়পত্র নিয়ে নেয়, আবার ফেরার সময় দিয়ে দেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ট্রাইব্যুনালে জনবল সংকট, পুনর্গঠন হচ্ছে প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা করছে সরকার। প্রসিকিউশনের কয়েকজন সদস্যের বিতর্কিত কমকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গতি বাড়াতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে তিনজনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। শিগগির আরও প্রসিকিউটর নিয়োগ হবে। এক্ষেত্রে গুঞ্জন রয়েছে প্রসিকিউশন টিম থেকে বাদ পড়তে পারেন কয়েকজন। তদন্ত সংস্থায়ও আসবে রদবদল। তবে, বিতর্ক এড়াতে কাজটি হবে পর্যায়ক্রমে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা ও আসামির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তৃতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের আলোচনা থাকলেও এখনই সেদিকে এগোচ্ছে না সরকার। আপাতত প্রসিকিউশনে থাকা আইনজীবী এবং তদন্ত সংস্থায় লোকবল বাড়ানোর মধ্য দিয়েই এ কাজটি সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বেঞ্চ অফিসার, সহকারী বেঞ্চ অফিসার, প্রোগ্রামার, ডেসপাস সহকারী ও অফিস সহায়কসহ আরও বেশ কয়েকটি পদে লোকবলের প্রয়োজন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ফতুল্লায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, একে একে চলে গেলেন পাঁচজনই

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক বসতবাড়িতে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও একজন মারা গেছেন। নিহতের নাম সায়মা (৩৫)। তিনি জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ নিয়ে এ ঘটনায় দগ্ধ পাঁচজনের সবাই-ই একে একে মারা গেলেন। শুক্রবার (১৫ মে) সকালে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সায়মা। নিহত সায়মার শরীরের ৬০ শতাংশ দগ্ধ ছিল। এর আগে একই ঘটনায় মারা যান সায়মার স্বামী মো. কালাম (৪০), ছেলে মুন্না (১২), মেয়ে কথা (১০) এবং মুন্নি (৭)। এদের মধ্যে কালামের শরীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল। এছাড়া মুন্নার ৩০ শতাংশ, কথার ৫২ শতাংশ এবং মুন্নির ৩৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ডিমের পর দাম বেড়েছে পেঁয়াজ-আদার, স্বস্তি নেই সবজিতেও

বাজারে এখন প্রতি ডজন ডিমের দাম ১৫০ টাকা। পাড়া-মহল্লার দোকানে আরও বেশি। গত একমাস ধরে সবজির দামও অনেকটাই চড়া। সামান্য বৃষ্টি হলেই দাম আরও বাড়ে। এ পরিস্থিতিতে চলতি সপ্তাহে দাম বাড়ার তালিকায় যুক্ত হয়েছে পেঁয়াজ ও আদার মতো আরও দুটি নিত্যপণ্য। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি বেড়েছে অন্তত ১০ টাকা। এর সঙ্গে বাড়তি যোগ হয়েছে আদা। এ পণ্যটির দামও কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৭০ থেকে ১৯০ টাকায়। শুক্রবার (১৫ মে) সকালে ঢাকার বেশ কয়েকটি খুচরা ও পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, আসন্ন ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করেই মূলত পেঁয়াজ ও আদার এই দরবৃদ্ধি। বর্তমানে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে ৫০ টাকায়, যা মাত্র এক সপ্তাহ আগেও ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। তবে বাজারে প্রচুর পরিমাণে দেশি রসুনের সরবরাহ থাকায় এ পণ্যটির দাম আছে আগের মতোই। ব্যবসায়ীদের মতে, পেঁয়াজের দাম কিছুটা বাড়লেও পণ্যটি এখনো সবার নাগালের মধ্যে আছে। তবে বাড়তি চাহিদাকে কেন্দ্র করে দাম বাড়ানোর সুযোগ নিচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগীরা। কারণ, কৃষকের হাত থেকে পেঁয়াজ এখন বড় ব্যবসায়ীদের গুদামে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

সীমান্তে লাশ মাড়িয়ে দুই দেশের সত্যিকারের বন্ধুত্ব হতে পারে না

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কতৃক বাংলাদেশিদের হত্যার ঘটনা কোনো যুক্তিতেই মেনে নেওয়ার মতো না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। সীমান্তে লাশ মাড়িয়ে দুই দেশের সত্যিকারের বন্ধুত্ব হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শুক্রবার (১৫ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে আসিফ নজরুল লেখেন, '১৩ মে লালমনিরহাটে আমঝোল সীমান্তে খাদেমুল ইসলাম নামে বাংলাদেশের এক যুবক ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। নির্বাচিত হয়ে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমান্তে এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আরও ঘটেছে। এসব হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করছি। আমি আগেও এ নিয়ে লিখেছি, বলেছি। সরকারে থাকার সময়ও

আমরা এসব হত্যাকাণ্ডের শক্ত প্রতিবাদ করতাম, কৈফিয়ত তলব করতাম, সীমান্তে আমাদের কঠোর অবস্থানও ছিল।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

৯ম পে-স্কেলের গেজেট দ্রুত প্রকাশের দাবি

সরকার গঠিত পে-কমিশনের সুপারিশকৃত ৯ম পে-স্কেলের গেজেট দ্রুত প্রকাশের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ। শুক্রবার (১৫ মে) বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানায় সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক মো. লুৎফর রহমান বলেন, বিগত ১১ বছর ধরে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা পে-স্কেল থেকে বঞ্চিত। এ সময়ের মধ্যে সম্মিলিত মুদ্রস্ফীতি ১০৮ শতাংশ। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালের বেতন দিয়ে ২০২৬ সালে কোনোভাবেই কর্মচারীরা তাদের সংসারের খরচ বহন করতে পারছেন না। এ অবস্থায় ৯ম পে-স্কেল দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

শান্তিরক্ষা ম্যান্ডেট অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান বাংলাদেশের

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে চলমান তারল্য সংকটের মধ্যেও শান্তিরক্ষা ম্যান্ডেট অক্ষুণ্ন রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে মিয়ানমারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৫ মে) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৪ মে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের রাজনৈতিক, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগের মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সহকারী মহাসচিব খালেদ খিয়ারির সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। বৈঠকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, টেকসই উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ফারাক্কা চালুর অনুমতি দেয় আওয়ামী লীগ, এখন তা 'মরণফাঁদ': মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি উপেক্ষা করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালুর অনুমতি দিয়েছিল। সেই বাঁধ এখনো চালু থাকায় এটি দেশের জন্য 'মরণফাঁদে' পরিণত হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষ পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'ঐতিহাসিক ফারাক্কা দিবস' উপলক্ষে শুক্রবার (১৫ মে) বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেনের স্বাক্ষরিত এক বাণীতে এ কথা বলেন তিনি। বিএনপির মহাসচিব বলেন, ১৬ মে বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যময় দিন। আজ থেকে ৪৯ বছর আগে অবিসংবাদিত মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে সারাদেশ থেকে লাখো জনতা ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর পানি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ন্যায্য হিস্যা আদায়ের সংগ্রামে ফারাক্কা অভিমুখে ঐতিহাসিক মিছিল লংমার্চে অংশ নেয়। মির্জা ফখরুল বলেন, ভারতে গঙ্গা নদীর ফারাক্কা পয়েন্টে বাঁধ নির্মাণ করে অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার শুরু করা হয়। যার ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ঐ এলাকায় পানিসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা তীব্র আকার ধারণ করেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

ডিএমপি কমিশনারকে হাইকোর্টে সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার আবেদন

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত সিসা/হুক্কা লাউঞ্জ বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের জারি করা নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারকে সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ চেয়ে আদালত অবমাননার আবেদন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ন্যাশনাল কাউন্সিল চেয়ারম্যান আপিল বিভাগের আইনজীবী ও রিট আবেদনকারী অ্যাডভোকেট এস এম জুলফিকার আলী জুনু হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আবেদন করেন। আবেদনটি রিট পিটিশনের ধারাবাহিকতায় দায়ের করা হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা যায়, জনস্বার্থে দায়ের করা রিটে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা সিসা/হুক্কা লাউঞ্জে তামাকজাত দ্রব্য ও মাদকসদৃশ উপাদান সেবনের অভিযোগ তুলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চাওয়া হয়। রিটে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন অভিজাত এলাকা ও বাণিজ্যিক জোনে পরিচালিত এসব সিসা লাউঞ্জ তরুণ সমাজ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেশাজাতীয় সংস্কৃতি বিস্তারে ভূমিকা রাখছে এবং প্রকাশ্যে আইন লঙ্ঘন করেই অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করছে। রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে গত ৩ মার্চ হাইকোর্ট বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি), র‍্যাব, ডিএমপি কমিশনার এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি রুল জারি করেন। একই সঙ্গে আবেদনকারীর চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি আবেদন ৬০ দিনের মধ্যে আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে ডিএমপি কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

দুই মাসে হাম ও হামের উপসর্গে প্রাণ গেলো ৪৫১ জনের

গত দুই মাসে দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ৪৫১ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৭৪ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ৩৭৭। শুক্রবার (১৫ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানানো হয়। গত ১৫ মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে এরা মারা গেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৪১৬ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ হাজার ৬১১ জন। এখন পর্যন্ত হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪০ হাজার ১৭৬ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৫৫ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

হামে আক্রান্ত ৯৯ শতাংশ রোগীই সুস্থ হয়ে ওঠে

দেশে চলমান হামের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সময়মত রোগ শনাক্ত ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা গেলে হামে আক্রান্ত ৯৯ শতাংশ রোগীই পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে নিউমোনিয়াসহ শ্বাসতন্ত্রজনিত জটিলতা দেখা দিলে মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই দ্রুত চিকিৎসা ও টিকাদান কর্মসূচি জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। শুক্রবার (১৬ মে) দেশে হামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন ও চেস্ট অ্যান্ড হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চিকিৎসকরা এসব তথ্য তুলে ধরেন। লিখিত বক্তব্যে এভারকেয়ার হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডা. জিয়াউল হক বলেন, হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ। অতীতে সফল টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে হাম অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এলেও গত দুই বছরে টিকাদান কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় সংক্রমণ আবার বেড়েছে। চলতি বছরের মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত দেশে ৫৪ হাজার ৪১৯ জন শিশুর মধ্যে হাম ও হাম সদৃশ উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে ৭০ জন হামে এবং ৩৬৯ জন হাম সদৃশ উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। তিনি বলেন, হামজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ শ্বাসতন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া। এ পরিস্থিতিতে জনগণকে সচেতন করতে এবং করণীয় বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে দেশের বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে কাজ করছেন। হামের বিস্তার রোধে চারটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সেগুলো হলো—অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকাদান কর্মসূচি চালু রাখা, উপজেলা থেকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 'ফিভার কর্নার' চালু করে হামপ্রবণ এলাকা শনাক্ত করা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত চিকিৎসা নির্দেশিকা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ডা. জিয়াউল হক বলেন, হাম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করা গেলে ৯৯ শতাংশ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। অপতথ্যে বিভ্রান্ত না হয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

উজানের ঢলে হুমকিতে চলনবিলের ধান

শস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত নাটোরের সিংড়া, গুরুদাসপুর ও সদর উপজেলার চলনবিল ও হালতি বিল অঞ্চলে বোরো ধান কাটার ভরা মৌসুমে আগাম বন্যা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব দেখা দিয়েছে। কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে আত্রাই নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন খাল দিয়ে বিলাঞ্চলে পানি ঢুকতে শুরু করেছে। এতে নিম্নাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ফসলি জমি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে আধাপাকা ধান কেটে দ্রুত ঘরে তোলার চেষ্টা করছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, মাঠে মাঠে পাকা ধান থাকলেও কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন ধান মাড়াই ও শুকানোর কাজে। তবে রোদের অভাবে ধান শুকাতে চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাদের। জোড়মল্লিকা, সারদানগর-হুলহুলিয়া, কতুয়াবাড়ি, রাখালগাছা ও পৌর শ্মশানঘাট খাল দিয়ে নদীর পানি চলনবিলে প্রবেশ করছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় কৃষক ও গ্রামবাসী নিজেদের অর্থে বালুর বস্তা ও মাটির বাঁধ নির্মাণ করে পানি ঠেকানোর চেষ্টা করছেন। পুরুষদের পাশাপাশি মাঠে ধান কাটতে নেমেছেন নারীরাও।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

নিষিদ্ধঘোষিত দাওলাতুল ইসলাম নিউ জেএমবির সদস্য গ্রেফতার

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন দাওলাতুল ইসলাম নিউ জেএমবির সঙ্গে সক্রিয় থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম রাহেদ হোসেন মাহেদ (২৩)। তিনি একজন চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য। শুক্রবার (১৫ মে) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তি চাকুরিচ্যুত সেনাসদস্য এবং ডিএমপির শেরেবাংলা নগর থানায় করা নিয়মিত মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন দাওলাতুল ইসলাম নিউ জেএমবির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। কাউন্টার টেরোরিজমের তদন্ত বিভাগের একটি দল মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার শাহজাদপুর ইউনিয়নের ইসলামনগরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দিবাগত রাত ১টা ৫০ মিনিটে রাহেদ হোসেন মাহেদকে গ্রেফতার করে। বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, গত ২৩ এপ্রিল পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জাতীয় সংসদসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সম্ভাব্য উগ্রবাদী হামলার পরিকল্পনার বিষয়ে গোয়েন্দা সতর্কতা জারি করা হয়। এ বিষয়ে তদন্তের মধ্যে পুলিশ জানতে পারে, উগ্রবাদী সংগঠনের সদস্য রাহেদ হোসেন মাহেদ বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছেন। ওসি

বলেন, ‘এরপর থেকে মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মো. রিয়াজুল ইসলামের নির্দেশে আমরা সতর্ক অবস্থানে থাকি। এরই মধ্যে সীমান্ত এলাকায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপস্থিতির গোপন সংবাদ পেয়ে আমরা অভিযানে যাই। গ্রেফতারের পর যাচাই-বাছাই শেষে ওই ব্যক্তিকে রাহেদ হোসেন মাহেদ হিসেবে শনাক্ত করা হয়।’
জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

নারায়ণগঞ্জে ছোটভাইকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাইকে ধারালো বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে আপন বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার (১৫ মে) সকাল ছয়টার দিকে ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ চট্টলার মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. মোহন (৩২) ওই এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত বড় ভাইয়ের নাম মো. উজ্জ্বল (৩৪)। স্থানীয়রা জানান, পারিবারিক কলহের জেরে এ পরিবারটিতে গত কয়েকদিন ধরেই ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে ঝগড়ার এক পর্যায়ে বড়ভাই ছোটভাইকে ধারালো বঁটি দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে। পরে পরিবারের অপর সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে ১৬ মামলার আসামি যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬ মামলার আসামি যুবলীগ নেতা মো. মহিউদ্দিনকে (৩৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ মে) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানা পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মো. আফতাব উদ্দিন। গ্রেফতার মহিউদ্দিন কোতোয়ালি থানার শাহ আমানত (রহ.) মাজার লেইন এলাকার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় যুবলীগের নেতা বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে তিনি যুবলীগের কোন পদে আছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

‘দলীয় বিবেচনায়’ ১১ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের প্রতিবাদ জামায়াতের

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দেশের ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগ দেয় সরকার। দলীয় বিবেচনায় এসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শুক্রবার (১৫ মে) দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘জনগণ মনে করে এসব নিয়োগে যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য ও রাজনৈতিক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠসমূহে এভাবে দলীয়করণের সংস্কৃতি চালু করা জাতির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।’ তিনি আরও বলেন, গত ১৫ মার্চ দেশের ৪২টি জেলা পরিষদে দলীয় প্রশাসক নিয়োগের ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছি। তখন আমরা বলেছিলাম, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে দলীয় বিবেচনায় প্রশাসক নিয়োগ গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী এবং স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে দলীয়করণের অপচেষ্টা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার সেই অগণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা থেকে সরে আসেনি; বরং এখন তা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও বিস্তৃত করা হচ্ছে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র। সেখানে দলীয় বিবেচনায় প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেওয়া হলে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক একাডেমিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। অতীতে দলীয়করণের কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অস্থিরতা, সেশনজট ও সহিংসতা সৃষ্টি হয়েছিল, জনগণ আবারও সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল, গ্রেফতার ১৯

চট্টগ্রাম নগরের জামিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের মিছিলের অভিযোগে ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ মে) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সাবেক মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজা শেষে একদল নেতাকর্মী সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে মিছিল বের করেন বলে জানায় পুলিশ। ওই সময় তাদের হাতে লাঠিসোটা ও ইট-পাটকেল ছিল বলেও দাবি করা হয়। পুলিশ জানায়, কোতোয়ালি থানার এসআই শরীফ উদ্দিন ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালনকালে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মিছিলে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা অলিগলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ১৫টি ইটের টুকরা ও আটটি কাঠের লাঠি জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৫.২০২৬ রিহাব)

BBC

XI TAKES ON TOUR OF COMMUNISST PARTY'S SEAT OF POWER AS CHINA VISIT ENDS

US President Donald Trump's visit to Beijing ended with a tour of Zhongnanhai, the exclusive, heavily guarded 14th Century compound where top Chinese leader live and work. Xi leading him on the tour was yet another moment for the cameras in a two-day trip heavy on pageantry but scant on details about policy agreed by both sides. The much-anticipated summit between the superpowers follows tensions over trade and the Iran war, but both leaders seemed conciliatory, with Trump calling his visit "incredible". Xi described it as a "new bilateral relationship" and promised to send Trump seeds of the Chinese roses they admired during their stroll, to which Trump replied: I love that, it's great." Zhongnanhai, located about 20km east of Tiananmen Square, is widely regarded as China's White House.
(BBC News Web Page: 15/05/26, FARUK)

INDIA'S ADANIS AGREE TO PAY $18M TO SETTLE CIVIL FRAUD CASE IN US

Indian billionaire Gautam Adani and his nephew Sagar Adani have agreed to pay a combined $18m in penalties to settle a civil fraud lawsuit filed by the US Securities and Exchange Commission. In 2024, the regulator had accused the Adanis of paying bribes to Indian officials for high-profile renewable energy projects and misleading US investors about anti-bribery practices while trying to raise funds through a bond offering. The proposed deal is subject to a court's approval but markets responded positively to the developments, with Adani Group firm shares rising on Friday. The Adani Group is one of India's largest business conglomerates with interests in sectors including energy and airports. (BBC News Web Page: 15/05/26, FARUK)

ATTACK ON PAKISTAN OUTPOST PUTS AFGHANISTAN CEASEFIRE AT RISK

An attack on a security compound in northwest Pakistan has killed several paramilitary officers, with the Afghan-based Pakistan Taliban (TTP) claiming responsibility. An armed group rammed a vehicle filled with explosives into the Bajaur district camp's gate on Thursday and then launched a gun battle, security sources said. It was the latest in a string of deadly incidents in the border region that threaten the fragile ceasefire between Islamabad and Kabul. The vehicle triggered a "huge explosion," one Pakistani official told Reuters news agency. The fighters then rushed the camp and opened "indiscriminate fire". Reports say that eight or nine Pakistani soldiers were killed in the attack. At least 10 of the attackers were killed, the AFP news agency reported, while about 35 security personnel were wounded. (BBC News Web Page: 15/05/26, FARUK)

INDIA HIKES FUEL PRICES AS IRAN CRISIS BITES

India has raised fuel prices by about 3% as the energy crisis driven by the Iran war and closure of the Strait of Hormuz starts to bite on the economy. The government in New Delhi announced the three rupees per litre price hike on Friday, as it moved to offset losses triggered by the shortage of supply. Gasoline prices rose to 97.77 rupees a litre, while diesel climbed to 90.67 rupees. India is the world's third-largest oil importer, with 90% of the oil it consumes coming from overseas, and about half of its usual crude supplies transiting the Strait of Hormuz. This has seen the country heavily impacted by rising energy prices and supply disruptions from the US-Israel war on Iran. However, New Delhi had been avoiding hiking retail fuel prices, making it one of the last major economies to pass higher crude prices on to consumers. (BBC News Web Page: 15/05/26, FARUK)

:: The End ::